ওম্

মৃত্যুর পরপারে

(বেদাদি বিবিধ সচ্ছাস্ত্রপ্রমাণ-সমন্বিত গ্রন্থ)

[দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৯৮]

গ্রন্থকার

৺প্রভাস চন্দ্র বিদ্যাভূষণ

ভূতপূর্ব্ব উপপ্রধান

আর্য্য প্রতিনিধিসভা, কলিকাতা

প্রাক্তন উপাচার্য্য

কাউরচণ্ডী গুরুকুল বিদ্যালয়

কোলাঘাট, মেদিনীপুর

স্বত্বাধিকারী প্রকাশক

মূল্যঃ ছয় টাকা মাত্র

প্রকাশক :
পরিব্রাজক স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী
গুরুকুল বিদ্যালয়, ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য আশ্রম
কাঊরচণ্ডী, পোঃ আমলহান্ডা
জেলা—মেদিনীপুর
প্রাপ্তিস্থান :
কলিকাতা আর্য সমাজ মন্দির
১৯ বিধান সরণী
আর্য সমাজ নন্দকুমার কন্যা গুরুকুল
মেদিনীপুর জম্মেজয় প্রধান
কুদী আর্য সমাজ ভায়া এগরা
মেদিনীপুর
হরিণবাড়ী আর্য সমাজ
দঃ ২৪ পরগণা
আর্য সমাজ পাথরপ্রতিমা বাজার
দঃ ২৪ পরগণা ডাঃ নন্দলাল জানা
আর্য প্রতিনিধিসভা ৪২নং শঙ্করঘোষ লেন কলিকাতা-৬
দ্বিতীয় সংস্করণ
সন ১৪০৫ December 1998
মুদ্রাকর :
অজিত কুমার চৌধুরী
সাধনা প্রেস
৪৫।১ এফ বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ওম্ শরণং গচ্ছামি

ঈশ্বরের উপদেশ

ওম্ কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

[যজুঃ ৪০ অ০ ২ মন্ত্র]

ভাবার্থ :—হে মনুষ্যগণ। তোমরা উত্তমোত্তম কর্ম করিতে করিতে একশত বৎসর যাবৎ তথা তাহার উর্ধে জীবিত থাকার ইচ্ছা কর। তবেই তোমাদের কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

প্রকাশকের নিবেদন

যাহার অর্থানুকুল্যে জীবন জ্যোতিঃ ও মৃত্যুর পরপারে পুস্তক দুখানি পুনঃ প্রকাশনে সম্ভব হইল তাহার সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রীজী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম থানার দিবাকরপুর গ্রামে বাংলা সন ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসের (ইং ১৮৯৯ খৃঃ) মাহিষ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীপদ্মলোচন গড়িয়া এবং মাতার নাম শ্রীমতী বরদাময়ী দেবী (বাল্য নাম ছিল ভুবণচন্দ্র)। বালক ভুবণচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র বলে গণ্য ছিল। হাঁসচড়া হাইস্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারত মাতার মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ভারত ছাড়ো জাতীয় আন্দোলনে ব্রতী হইয়া কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। সেই সময় কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে মাননীয় পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবর্গের সঙ্গে ইং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

পরবর্তীকালে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডার বেদ দর্শনাদি গ্রন্থ পাঠনার্থে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে গৃহত্যাগ করেন। (বর্তমান পাকিস্তান) লাহোর কৃষ্ণনগর ব্রহ্ম মহাবিদ্যালয় আচার্য্য ঋষি রামের নিকট সংস্কৃত তথা বেদানুকুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পরে "গুরুদত্ত ভবন" উপদেশক বিদ্যালয়ে চার বৎসর এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও হিন্দীতে এম. এ উত্তীর্ণ হইয়া শাস্ত্রী উপাধি অলংকারে ভূষিত হন।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ভারত বিভাজনের পর পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় দীনানন্দ নগরে 'দয়ানন্দ মঠ' স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ সরস্বতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তে ব্রহ্মচারী ভূষণচন্দ্র হলেন ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রী। সংস্কৃত অধ্যয়ন কালে সতীর্থ ছিলেন কলিকাতার পণ্ডিত প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্ত ভূষণ ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার মনোরঞ্জন কাব্যতীর্থ।

পাঞ্জাব লুধিয়ানার ডাল বাজার ও সাধন বাজারে অবস্থিত আর্য্য সমাজে পৌরহিত্যের কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং বৈদিক সিদ্ধান্তমূলক উপদেশ ও প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন। ওই সময় উক্ত স্থানের আর্য্য সমাজের পরিচালিত হিন্দী ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের কার্য্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বঙ্গপ্রান্ত জন্মভূমিতে বৈদিক ধর্মের প্রচার কার্য্য ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ১৯নং বিধান সরণী আর্য্য সমাজের বাৎসরিক ধর্ম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। আসানসোল আর্য্য সমাজের মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধে আসানসোল আর্য্য সমাজ মন্দিরে পৌরহিত্যের কাজে নিযুক্ত হন এবং একই সঙ্গে হিন্দী সংস্কৃত ও বাংলা বিষয়ে বৈদিক কলেজের আচার্য্যের পদ অলংকৃত করেন।

১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় আর্য্য প্রতিনিধি সভার প্রধান বটকৃষ্ণদেব বর্মন মহাশয়ের অনুরোধে মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট কাউরচণ্ডী গুরুকুল আশ্রমের কুলপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অদ্যাবধি পূজ্য শাস্ত্রীজী সুস্থ শরীরে ঈশ্বরের সাধনে নিমগ্ন আছেন। প্রায় শতবর্ষ আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত। পূজনীয়

ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রীজীর সুস্থ শরীর কামনা করি। আমার সবিনয় নিবেদন ক্রমে মানব জাতির অন্ধ কুপমণ্ডুকতা কুসংস্কারমুক্ত চেতনলাভে তথা সর্বজন কল্যাণের জন্য আমার গুরুজী প্রভাস চন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত মৃত্যুর পরপারে এবং যতীন্দ্র নাথ মল্লিক প্রণীত জীবন জ্যোতিঃ নামক দুই খানি পুস্তক পুনর্মুদ্রণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। সেইজন্য দাতা শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রীজীর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইতি –

প্রকাশক

পরিব্রাজক শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী

ভিঃ জামতলা আর্যসমাজ মানবতীর্থ বৈদিক আশ্রম

পোঃ তাজপুর, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর

শুক্লা বিজয়া দশমী, ১৪ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৪০৫

বিঃ দ্রঃ—শুভাকাংক্ষী ব্যক্তিগণ অনুরূপ প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থ যাহা অর্থাভাবে প্রকাশিত করা সম্ভব হয় নাই। যাঁহারা মানব কল্যাণার্থে অর্থ ব্যয় ও সহযোগীতা করিয়া বৈদিক সিদ্ধান্ত প্রচার কার্যে সংকল্প করেন, তাঁহাদের নিকট আর্থিক সহযোগীতার কামনা করি।

দাতা—দানে তাঁহার অন্তর হইতে শান্তি ও সুখলাভ করুন।

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কুলপতির শুভ ভাবনা

আমার কৈশোর জীবনের আকাংক্ষানুযায়ী বেদের পঠন পাঠন করিয়া উহার প্রচার কার্য্যে অদ্যাবধী সংকল্প ব্রতী রহিয়াছি। আমার সামান্য সঞ্চিত অর্থ দ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্ত ও দর্শন বিষয়ক কিছু অমূল্য ও অপ্রাপ্ত পুস্তক পুনর্মুদ্রনের কার্য্যে ব্যায়িত হোক আমার ঐকান্তিক বাসনা। ঐকান্তিক কামনা পূর্ণ করিবার যিনি প্রেরণা দিয়াছেন। যিনি অদ্যাবধী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দয়ানন্দজীর ঋষি ঋণ পরিশোধার্থে বৈদিক ধর্মের প্রচার করিয়া আসিতেছেন। আমার সামান্য সঞ্চিত অর্থ দ্বারা পরবর্তী কালে পুস্তক প্রকাশনের ভার থাকিল। যাহার প্রেরণায় ও সহযোগে আচার্য্য ব্রহ্মদত্তজীর পরিচালনায় কোলাঘাট মহর্ষি দয়ানন্দ আর্য্য গুরুকুল ও আশদতলা বেদমন্দির আশ্রমে কন্যাগুরুকুল সংস্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। আমার সেই প্রিয়জন পরিব্রাজক জামতল্যা আর্য্য সমাজ মানবতীর্থ বৈদিক আশ্রমের সংস্থাপক ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দজীর হাতে অর্পণ করিলাম। পরমাত্মার নিকট আমার প্রার্থনা এই যে, আমার উদ্দেশ্যগুলি প্রকাশনের কার্য্যে সুসম্পন্ন হউক। এবং শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারীর সুস্থ শরীর ও দীর্ঘায়ুর কামনার সহিত লেখনী বিরাম দিতেছি।

ইতি—

শুভাকাংক্ষী

স্বামী শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রী

মহর্ষি দয়ানন্দ আর্য্য গুরুকুল কোলাঘাট

কাউরচন্ডী, আমলহান্ডা মেদিনীপুর

ভূমিকা

ওম্ প্রাণ প্রাণং ত্রায়স্বাসো অসবে মৃড়।
নিঋতে নিধিত্যাসঃ পাশেভ্যো মুঞ্চ॥

অথর্ববেদ ১৯।৪৪।৪

অর্থ—হে জীবন দাতা প্রভো! আমাকে বুদ্ধি দান করিয়া প্রসন্ন হও। হে সর্বব্যাপক পরমাত্মন্ ঘোর দুর্বিপাকের জাল হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর।

অধুনা ভূমন্ডলের কুত্রাপি আত্মবিদ্যার চর্চা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটীল আত্মতত্ত্বের বিষয় অবগত হইয়া তাহার সুচারুরূপে সমাধান করা অতীব কঠিন। পৃথিবীতে যত প্রকার জটীল সমস্যা আছে তম্মধ্যে আত্মতত্ত্বের সমস্যা জটীলতম। সে কারণ জীবাত্মার শরীর ত্যাগের পর পুনর্জন্ম হয় কি না এবং যদি হয় তবে "মৃত্যুর পর হইতে পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্ব পর্য্যন্ত এই সাম্প্রতিক কাল জীবাত্মা কোথায় অবস্থান করে ও কতকাল পরে তাহার পুনর্জন্ম হয়" এই গভীরতম রহস্য সাধন বিষয়ে বহু প্রসিদ্ধ বিদ্বানও বিফল মনোরথ হইয়া ইহা অবিজ্ঞেয় বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কেবল পান্ডিত্যের দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। বেদোক্ত বিধি অনুসারে একনিষ্ঠ চিত্তে যোগে বহিরঙ্গ ও অন্তঃরঙ্গ সাধন করিয়া বিমল আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইলে সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরম তত্ত্বের উপলব্ধি করা যায়।

"মৃত্যুর পর জীবাত্মা কতকাল পরে জন্ম গ্রহণ করে এবং

পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্ব পর্য্যন্ত কিভাবে ও কোথায় অবস্থান করে" ইত্যাদি গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের দেশে বহু মত মতান্তর বিদ্যমান্ আছে। বেদাদি শাস্ত্রে ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা পাওয়া যায় কিন্তু বেদমন্ত্রেরও বিভিন্ন বিদ্বান পুরুষ বিভিন্ন প্রকারে ভাষ্য বা অর্থ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচার করিয়াছেন। সেই কারণ এই তত্ত্ববিষয়ে বহু মতমতান্তর দেখিয়া অনেক অনুসন্ধিৎসু পুরুষকে বিভ্রান্ত হইতে হয়। বৈদিক পণ্ডিতগণের মধ্যেও এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও মতামত দেখিতে পাওয়া যায় কারণ বেদাদি শাস্ত্রে এই তত্ত্বসম্বন্ধে যে মন্ত্র পাওয়া যায় বিভিন্ন পণ্ডিতগণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা জনিত সেখানে ভিন্ন ভিন্ন মত মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে—কিন্তু আধুনিক জগতে মহর্ষি দয়ানন্দের বেদভাষ্যই প্রামাণ্য। যজুর্বেদের ৩৯ অধ্যায়ের ৫ম ও ৬ষ্ঠ মন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে এই তত্ত্বের সুচারু মীমাংসা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ তৎকৃত ঐ বেদের ভাষ্যে উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের সুচারুরূপে ভাষ্য করিয়া এই তত্ত্বের বিশেষ সমাধান করিয়াছেন। আধুনিক যুগের ঋষি অরবিন্দ বলিয়াছেন যে বেদের যত প্রকার ভাষ্য প্রচলিত আছে ও ভবিষ্যতে প্রচলিত হইবে মহর্ষি দয়ানন্দ সর্বাগ্রে পূজিত হইবেন, তাঁহার ভাষ্যই সর্বাগ্রগণ্য হইবে কারণ বহুশতাব্দীর বন্ধ দুয়ারের চাবিকাঠী তিনিই পাইয়াছিলেন এবং প্রকৃত বৈদিক সত্যের অনুসন্ধান তিনিই করিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে বেদাদি সত্য শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে এবং মহর্ষি দয়ানন্দ উপর্যুক্ত মন্ত্র সমূহের যেরূপ ভাষ্য করিয়াছেন এবং ঐ সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ মত সেই সমস্ত প্রমাণানুকূলে ও অন্যান্য বেদনুকূল সত্য শাস্ত্রানুসারে যথাযথ

যুক্তি ও বিচারানুকূল এই জটীল তত্ত্বের সমাধান করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইল। ইহাতে "জীবাত্মার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণের পূর্ব পর্য্যন্ত সে কোথায় অবস্থান করে এবং কতকাল পরে তাহার জন্ম হয়" এই মহান তত্ত্বের সুচারুভাবে সমাধান করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে জীবাত্মার মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থার বর্ণনা আছে বলিয়া ইহার "মৃত্যুর পরপারে" নামকরণ করা হইল।

এই গ্রন্থখানির মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যয় বহন করিবার জন্য আমি আমার পরম মিত্র শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র কুমার (সাং ৪।১৪ নং জি, টি, রোড, সাউথ হাওড়া) মহাশয়কে অনুরোধ করি। বিমলবাবু বৈদিকধর্মে পরম শ্রদ্ধাশীল ও বৈদিক আদর্শে অনুপ্রাণিত, উদার-চেতা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি প্রসন্নচিত্তে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই গ্রন্থখানি মুদ্রণের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়া এই কার্য্যে ১০০ (একশত) মুদ্রা দান করেন ও মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন হইলে অবশিষ্ট অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় যে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইবার পর ভূমিকা মুদ্রণের পূর্ব্বে আমার উক্ত মিত্র বিমলবাবু অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। সে কারণ ইহার অবশিষ্ট ব্যয় ভার আমাকেই বহন করিতে হইয়াছে। আমি তাঁহার পরলোক-গত আত্মার কল্যাণের জন্য পরমেশ্বরের নিকট সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি।

এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সাধন করা মাদৃশ ক্ষুদ্রব্যক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। জ্ঞান বিজ্ঞান পারদর্শী বৈদিক সিদ্ধান্তে সবিশেষ অভিজ্ঞ আমার পরলোকগত গুরুদেব পূজ্যপাদ যতীন্দ্র নাথ মল্লিক

মহাশয়ের জ্ঞানগর্ভ উৎসাহপূর্ণ উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া এবং সর্বমঙ্গলালয় সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান করুণাময় পরমগুরু পরমেশ্বরের কৃপা ও আশীর্বাদকে একমাত্র পরম সম্বল ও সহায়তারূপে মস্তকে ধারণ করিয়া এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছিলাম ও তাঁহারই কৃপায় কৃতকার্য্য হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

এই দুঃসাধ্য কার্য্য সাধনের জন্য আমার পুত্রবৎ প্রিয় ছাত্র টালিগঞ্জ নিবাসী শ্রীমান্ হিমাংশু কুমার চৌধুরী আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে তজ্জন্য মঙ্গলময় পরমাত্মার নিকট আমি সর্বদা তাহার মঙ্গল কামনা করি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই গ্রন্থে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা অতীব জটীল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও সাধারণ জ্ঞানের অতীত হইলেও বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুকূল ও জনসাধারণের বোধগম্য হইবার মত যথাসাধ্য সরলভাবে তাহার সমাধান করা হইয়াছে। পাঠকগণ নিরপেক্ষ ভাবে একনিষ্ঠচিত্তে অধ্যবসায় সহকারে ইহা অধ্যয়ন করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশলাভ করিলে অপার্থিব আনন্দ লাভ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইবেন এবং আমার পরিশ্রম সফল হইবে। ইত্যোম্ ॥

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

মৃত্যুর পরপারে

ওম্ সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥

ঋগ্বেদ ১০।১৬।৩

হে মৃতজীব! তোমার চক্ষু সূর্য্যে এবং প্রাণ বায়ুতে মিলিত হউক। তোমার আত্মা ধর্মকর্মানুসারে আকাশ, পৃথিবী, সলিল অথবা বনস্পতিতে নিবাসকারী প্রাণীগণের মধ্যে যে যোনির যোগ্য তাহা প্রাপ্ত হউক।

এই স্থূল শরীর ত্যাগ করিবার পর জীবাত্মা কি অবস্থায় অবস্থান করে, তাহার পুনর্জন্ম হয় কিম্বা না হয়—যদি হয় তবে কত সময় বা কতদিন পরে তাহার জন্ম হয় এবং মৃত্যুর পর হইতে পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্ব পর্য্যন্ত সে কি অবস্থায় থাকে ইহা মানব জীবনের একটি চরম রহস্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়। এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করা মানব জীবনের একটি মহান ব্রত। এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিলে এ জীবন বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। ইহার আবিষ্কার কল্পে জগতের কতশত মণিষী যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়াছেন এবং এই অতীন্দ্রিয় বিষয়টি অবগত হইবার জন্য কত তত্ত্ববেত্তা পুরুষ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা চিন্তা

করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বস্তুতঃ এই মহান তত্ত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে মানবাত্মার অনাবিল শান্তি লাভ হইতে পারে না; কিন্তু এই দুর্বিজ্ঞেয় রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিতে সচেষ্ট এরূপ পুরুষ এ জগতে অতীব বিরল।

জীবাত্মা সচ্চিৎস্বরূপ, অবিনশ্বর, শরীরের নাশ হইয়া থাকে কিন্তু জীবাত্মার নাশ হয় না। জীব স্থূল শরীর ত্যাগ করিবার পর সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের বিধান অনুসারে কর্মফল ভোগ করিবার জন্য ও নূতন কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য পুনরায় দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—"জীবাপেতং বাচ কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি"। (৬।১১।৩)

অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদকার ঋষি বলিয়াছেন জীবের শরীর হইতে পৃথক হওয়াই মৃত্যু। শরীর হইতে জীব পৃথক হইলে তাহাকে জীবন না বলিয়া মৃত্যু বলে। কিন্তু জীব অমর। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। (কঠঃ উঃ ৫।৭) অর্থাৎ জীব ভোগার্থ অন্য যোনি বা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়। বৃহদারন্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে। স উৎক্রামন্ ম্রিয়মানঃ পাপ্মনো বিজহাতি॥" (বৃঃ উঃ ৪।৩।৮) অর্থাৎ জীব জন্ম লইয়া শরীর প্রাপ্ত হয় এবং পাপ ভোগ করে এবং মোক্ষ অবস্থায় পাপের ভোগ হইতে মুক্ত হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আরও বলা হইয়াছে—

"তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব প্রজ্ঞা চ।"

(বৃঃ উঃ ৪।৪।২)

অর্থাৎ জীবাত্মা শরীর ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তাহার বিদ্যা, কর্ম এবং পূর্ব প্রজ্ঞা তাহার সহিত অনুগমন করে।

বেদ বলিতেছেন—

ওম্ অসুণীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তমনুমতে মৃড়য়া ন স্বস্তি॥

"ওম্ পুনর্নো অসুং পৃথিবী দদাতু পুনর্দ্যৌর্দেবী পুনরন্তরিক্ষম্।
পুনর্নঃ সোমস্তন্বং দদাতু পুনঃ পূষা পথ্যাং যা স্বস্তিঃ॥"

(ঋঃ বেঃ ৮।১।২৩।৬—৭)

অর্থাৎ হে সুখদায়ক পরমেশ্বর! আপনি কৃপাপূর্বক আমাদের পুনর্জন্মে আমাদের মধ্যে উত্তম নেত্রাদি সমগ্র ইন্দ্রিয় স্থাপন করিবেন। আমরা পুনর্জন্মে উত্তম প্রাণ-শক্তি, মন, বুদ্ধি চিত্ত, অহংকার, বল ও পরাক্রমযুক্ত শরীর যেন প্রাপ্ত হই। হে জগদীশ্বর এই জন্মে এবং পরজন্মে আমরা যেন নিরন্তর উত্তম উত্তম ভোগ প্রাপ্ত হই। হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমরা যেন সূর্যাদি লোক, আপনার বিজ্ঞান ও প্রেম সদা দর্শন ও উপলব্ধি করিতে পারি। হে প্রভো! আমাদের সমস্ত জন্মে আপনি আমাদের সুখে রাখুন, যাহাতে আমাদের কল্যাণ হয়। হে সর্ব-শক্তিমন! আমরা যেন পুনঃ পুনঃ পৃথিবী, প্রাণ চক্ষু এবং অন্তরীক্ষ আদি সমস্ত উত্তম পদার্থ এবং পুষ্টিকারক উত্তম শরীরের অনুকুল সোম অর্থাৎ

ওষধি প্রাপ্ত হই। হে পুষ্টিদাতা পরমেশ্বর! আপনি আমাদের সমস্ত জন্মে, আমাদিগকে দুঃখনিবারক পথ্যরূপ সুখ দান করুণ।

"ওম্ পুনর্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্ পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্।
বৈশ্বানরো অদব্ধস্তনূপা অগ্নির্নঃ পাতু দুরিতাদবদ্যাৎ।"
(যজুঃ ৪।১৫)

"ওম্ পুনর্মৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনরাত্মা দ্রবিণং ব্রাহ্মণং চ।
পুনরগ্নয়ো ধিষ্ণ্যা যথাস্থাম কল্পন্তামিহৈব॥"
(অথর্ব বেদ ৭।৬।৬৭।১)

"ওম্ আ যো ধর্মাণি প্রথমঃ সসাদ ততো বপূংষি কৃণুষে পুরূণি।
ধাস্যুর্যোনিং প্রথম আবিবেশা যো বাচমনুদিতাং চিকেত॥"
(অথর্বঃ বেদ ৫।১।১।২)

সরলার্থ—হে সর্বজ্ঞ, ঈশ্বর! আমরা যখন যখন যে যে জন্ম লইব সেই সব জন্মে আমরা যেন শুদ্ধ মন, পূর্ণ আয়ু, আরোগ্য, প্রাণ, কুশলতাযুক্ত জীবাত্মা (অর্থাৎ আমাদের আত্মা যেন উত্তম ও শুদ্ধ বিচারশীল হয়) উত্তম চক্ষু ও বর্ণ প্রাপ্ত হই। আপনি আমাদের শরীরকে পালন করিবেন, সর্ব পাপ নাশক আপনি আমাদিগকে সমস্ত অন্যায় কর্ম ও দুঃখ হইতে পুনর্জন্মে পৃথক রাখিবেন॥

হে পরমেশ্বর! আপনার কৃপায় আমরা যেন পুনর্জন্মে মন আদি একাদশ ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হই অর্থাৎ আমরা যেন সর্বদা মনুষ্য দেহ

প্রাপ্ত হই, তথা সত্যবিদ্যারূপ শ্রেষ্ঠ ধনও আমরা যেন পুনর্জন্মে প্রাপ্ত হই এবং বেদাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও আপনার স্বরূপে আমাদের যেন নিষ্ঠা থাকে ও সর্বজগতের কল্যাণের জন্য আমরা যেন অগ্নি-হোত্রাদি যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারি।

হে জগদীশ্বর! যেমন আমরা পূর্বজন্মে শুভ গুণধারিণী শুদ্ধ বুদ্ধি, উত্তম শরীর তথা শুদ্ধ ইন্দ্রিয়যুক্ত ছিলাম সেইরূপ পুনর্জন্মেও আমরা যেন শুদ্ধবুদ্ধির সহিত মনুষ্য জন্ম ধারণ পূর্বক সদা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধন করিতে পারি এবং সর্বদা আপনার প্রেম ও ভক্তিতে মগ্ন থাকি ও কোন দুঃখ প্রাপ্ত না হই। যে সমস্ত মনুষ্য ইহজন্মে ধর্মাচরণ করেন তাঁহারা পুনর্জন্মে উত্তম শরীর প্রাপ্ত হন এবং অধমাত্মা মনুষ্যগণ নীচ শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব পূর্ব জন্মের কৃত পাপ-পুণ্য ফল ভোগের স্বভাবযুক্ত মনুষ্য অন্ন, জল, ওষধি ও প্রাণ আদিতে প্রবেশ পূর্বক বীর্য্যের মাধ্যমে গর্ভাশয়ে স্থিত হইয়া শরীর ধারণ করে। যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র অনুযায়ী সত্যভাষণাদি কর্মে যুক্ত হন তাঁহারা উত্তম জন্মপ্রাপ্ত হন এবং যাঁহারা অধর্মাচরণে যুক্ত থাকে তাঁহারা নীচ জন্ম-প্রাপ্ত হইয়া অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করে। উপর্যুক্ত বেদমন্ত্র সমূহ ও তাহাদের ব্যাখ্যা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে মুক্ত পুরুষ ব্যতীত সমস্ত জীবই মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

এক্ষণে আলোচ্য বিষয় হইতেছে যে পরলোকগত আত্মা মৃত্যুর পর হইতে পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যান্ত এই সাম্প্রতিককাল কোথায় অবস্থান করে ও কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নিম্নে উক্ত বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

এই স্থূল শরীর ত্যাগ করিবার পর হইতে পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পরলোকগত আত্মা পূর্ণ সুষুপ্ত অবস্থায় অন্তরীক্ষে অবস্থান করে। তখন তাহার স্থূল শরীর না থাকার কারণ সুখ-দুঃখের কোন অনুভূতি থাকে না এবং কোন প্রকার ভোগও থাকে না। উক্ত পরলোকগত আত্মা সুষুপ্ত অবস্থায় সর্বপ্রকার ভোগ রহিত হইয়া সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের অধীনে সূক্ষ্ম শরীররূপ রথে আরোহণ করিয়া পৃথিব্যাদি লোক-লোকান্তর পরিভ্রমণ পূর্বক নানা পদার্থে প্রবেশ করতঃ সেই সমস্ত বিভিন্ন পদার্থ হইতে বিভিন্ন প্রকার তেজ ও স্বীয় সংস্কার অনুকূল দিব্যগুণ সমূহ আহরণ করিয়া অন্নজল ও ওষধির মাধ্যমে ছিদ্রপথে অপরের শরীরে প্রবেশ পূর্বক বীর্য্যে গমন করে এবং বীর্য্যের মাধ্যমে মাতৃগর্ভাশয়ে গমন করতঃ শরীর ধারণ করিয়া বহির্গত হয়।

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই সংসারে কর্মফল ভোগের জন্য জীবের দুই প্রকার পথ বা গতি আছে অর্থাৎ দুই প্রকারের জন্ম আছে। একটি মনুষ্য শরীর ধারণ করা এবং দ্বিতীয়টি মনুষ্যেতর পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ও গুল্মাদির শরীর ধারণ করা। উপর্যুক্ত মনুষ্য শরীরের আবার তিন প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সাধারণ মনুষ্য জন্ম, দ্বিতীয় পিতৃ অর্থাৎ পুণ্যকর্মা জ্ঞানীদিগের উচ্চতম মনুষ্য জন্ম, যে জন্মে সঞ্চিত পুণ্যকর্মের ফল স্বরূপ সুখ ভোগ হইয়া থাকে। তৃতীয় দেব অর্থাৎ বিদ্বান ও যোগীদিগের উচ্চতম মনুষ্যজন্ম যে জন্মে সংসারাশক্তি শূন্য হইয়া নির্জনে তপশ্চরণ ও যোগাভ্যাস দ্বারা পুণ্য

বিদ্যা ও যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া সমাধি-নির্ধূতকল্মষঃ হইয়া বিদেহমুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

প্রথম যে সাধারণ মনুষ্য শরীর তাহা আবার দুই প্রকার, একটি পুণ্যাত্মার শরীর এবং দ্বিতীয়টি তুল্য পুণ্য-পাপযুক্ত শরীর। অতএব এই সমস্ত বিষয় বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে জীবের প্রধানতঃ দুই প্রকার জন্ম বা গতি রহিয়াছে, একটি আবাগমন প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমন করা, আর একটি হইল আবাগমন রহিত হইয়া অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু রহিত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া। মহাত্মা নারায়ণ স্বামী জীবের এই দুই প্রকার গতিকে তিন প্রকার গতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যথা— সাধারণ মনুষ্য জন্ম ও মনুষ্যেতর ইতর জন্ম যথা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষাদি স্থাবর জন্মকে প্রথমা গতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং উচ্চতর মনুষ্য জন্ম অর্থাৎ পিতৃ শরীরকে দ্বিতীয়া গতি এবং উচ্চতম মনুষ্য জন্ম অর্থাৎ দেব শরীরকে তৃতীয়া গতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি নিম্নোক্ত তিন প্রকার গতির বর্ণনা করিয়াছেন যথা— প্রথমা গতি—সাধারণ মনুষ্য যাহাদের মধ্যে পুণ্যের ভাগ অধিক এবং পাপের ভাগ অল্প আছে তাহারা মৃত্যুর পর সাধারণ মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয় এবং যাহাদের মধ্যে পাপের ভাগ অধিক ও পুণ্য অল্প থাকে তাহারা মনুষ্যেতর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ এবং বৃক্ষাদি স্থাবর জন্ম লাভ করে।

দ্বিতীয়া গতি—যে সমস্ত মনুষ্য শুভ পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করেন

তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত। সকাম পুণ্যকর্মকর্ত্তা ও নিষ্কাম পুণ্য-কর্মকর্ত্তা। এই দুই প্রকার মানুষের মধ্যে যাঁহারা সকাম পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার (সৃষ্টিতত্ত্বের) চর্চা, তপশ্চরণ ও যোগাভ্যাস না করিয়া সংসার সুখভোগে আসক্ত হইয়া সংসারেই বসতি পূর্বক ধর্মের চর্চা করেন এবং কূপ ও পুষ্করিণী খনন, ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা, পশুশালা ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রভৃতি পুণ্যময় পরোপকার ব্রতে রত থাকেন তাঁহারা পবিত্রাত্মা জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁহারা ঐ সমস্ত শুভ সকাম পুণ্যকর্মের প্রভাবে (১) ধূম্রদশা (২) রাত্রিবৎ দশা (৩) কৃষ্ণপক্ষীয় দশা (৪) ষাণ্মাষিকী বা দাক্ষায়িনী দশা (৫) পৈতৃক দশা (৬) আকাশীয় বা বায়বীয় দশা এবং (৭) চান্দ্রমশীয় দশা এই সপ্ত প্রকার দশা বা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ক্রম পূর্বক প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্য জন্ম লাভ করেন এবং সঞ্চিত পুণ্য কর্মপ্রভাবে সুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। যতদিন পর্যন্ত আবাগমন রহিত না হন ততদিন পর্যন্ত জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাকে পিতৃযান বলিয়াছেন।

তৃতীয়া গতি—যে সমস্ত মনুষ্য নিষ্কাম পুণ্য কর্মকর্তা তাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যা (যাহা রূপালঙ্কারে সৃষ্টি তত্ত্বেরই বর্ণনা) লাভ করিয়া এবং পূর্ণ বিদ্বান হইয়া সংসারে বীতস্পৃহ হন ও সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্জন অরণ্যে বসতি পূর্বক পার্থিব ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্বক তপশ্চরণ ও যোগাভ্যাস করিতে করিতে ঈশ্বর

আরাধনায় মগ্ন হন তাঁহারা জীবন্মুক্ত পুরুষ এবং তাঁহারা (১) আর্চিকী দশা (২) আহ্নিকী দশা (৩) পাক্ষিকী দশা (৪) উত্তরায়িণী দশা (৫) সংবৎসরীয় দশা (৬) সৌরী দশা (৭) চান্দ্রমশীয় দশা (৮) বৈদ্যুতি দশা এই অষ্টপ্রকার দশা প্রাপ্ত হইয়া (৯) ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু রহিত হইয়া বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হন। ইহাকে দেবযান বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠক দশম খণ্ড ও চতুর্থ প্রবাকের প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু যজুর্বেদের ১৯ অধ্যায়ের ৪৭ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিশ্বের সমগ্র জীবের কর্মফল ভোগার্থ দুইটি মাত্র পথ বা গতি আছে। (১) পিতৃযান (২) দেবযান। আবাগমন প্রাপ্ত অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর অধীন উচ্চতর মনুষ্য জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মনুষ্য জন্ম এবং মনুষ্যেতর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ গুল্ম বৃক্ষ লতা প্রভৃতি স্থাবর অনুশয়ী জন্মগুলিকে একপ্রকার গতি অর্থাৎ পিতৃযান এবং আবাগমন রহিত অবস্থায় জীবন্মুক্ত হইয়া বিদেহ মুক্তি প্রাপ্তির নাম দ্বিতীয়া গতি অর্থাৎ দেবযান বলা হইয়াছে। উক্ত বেদমন্ত্রে পিতৃযান ও দেবযান সম্বন্ধে কোনপ্রকার দশা প্রাপ্তির উল্লেখ বা বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ণ বেদজ্ঞ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীও উক্ত মন্ত্রের তদীয় ভাষ্যে এইরূপ দুই প্রকার গতির বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার দশা প্রাপ্তির বর্ণনা করেন নাই। নিম্নে যজুর্বেদের উক্ত মন্ত্র ও মহর্ষি দয়ানন্দের ভাষ্য উদ্ধৃত করা হইল।

ওম্ দ্বে সৃতী অশৃনবং পিতৃনামহং দেবানামুতমর্ত্ত্যানাম্ ।
তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎসমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চ ॥
(যজুর্বেদ ১৯।৪৭)

মহর্ষি দয়ানন্দকৃত ভাষ্য যথা—

(দ্বে সৃতী) অস্মিন্ সংসারে পাপপুণ্যফলভোগায় দ্বৌ মার্গৌ স্তঃ। একঃ পিতৃণাং জ্ঞানিনাং দেবানাং বিদুষাং চ—দ্বিতীয়ঃ (মর্ত্ত্যানাং) বিদ্যাবিজ্ঞানরহিতানাং মনুষ্যানাম্। তয়োরেকঃ পিতৃযানো দ্বিতীয়ো দেবযানশ্চেতি যত্র জীবো মাতাপিতৃভ্যাং দেহং ধৃত্বা পাপপুন্যফলে সুখদুঃখে পুনঃ পুনঃ ভুঙ্‌ক্তে অর্থাৎ পূর্বাপরজন্মানি চ ধারয়তি সা পিতৃযানাখ্যা সৃতিরস্তি। তথা যত্র মোক্ষাখ্যং পদং লব্ধা জন্মমরণাখ্যাৎ সংসারাদ্বিমুচ্যতে সা দ্বিতীয়া সৃতির্ভবতি। তত্র প্রথমায়াং সৃতৌ পুণ্যসঞ্চয়ফলং ভুক্ত্বা পুনর্জায়তে ম্রিয়তে চ। দ্বিতীয়ায়াং চ সৃতৌ পুনর্নজায়তে ন ম্রিয়তে চেতাহমেবম্ভুতে দ্বে সৃতী (অশৃনবম্) শ্রুতবানস্মি। (তাভ্যামিদং বিশ্বং) পূর্বোক্তাভ্যাং দ্বাভ্যাং মার্গাভ্যাং সর্বং জগৎ (এজৎ সমেতিঃ) কম্পমানং গমাগমনে সমেতি সম্যক প্রাপ্নোতি (যদন্তরা পিতরং মাতরং চ) যদা জীবঃ পূর্বং শরীরং ত্যক্ত্বা বায়ুজলোষধ্যাদিষু ভ্রমিত্বা পিতৃশরীরং মাতৃশরীরং বা প্রবিশ্য পুনর্জন্মং প্রাপ্নোতি, তদা স সশরীরো জীবো ভবতীতি বিজ্ঞেয়ম্। অথচ এই সংসারে জীবের পাপপুণ্য ফল ভোগার্থ দুটি পথ আছে। তন্মধ্যে একটি পিতৃযান এবং দ্বিতীয়টি দেবযান, যাহাতে জীব মাতাপিতার দ্বারা শরীর ধারণ পূর্বক পুণ্যপাপের ফল স্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করে তাহার

নাম পিতৃযান এবং যাহাতে মোক্ষপদ লাভ করিয়া জন্ম ও মৃত্যু রহিত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যায় তাহার নাম দেবযান। প্রথমোক্ত যানে মনুষ্য সঞ্চিত পুণ্য কর্মের ফল স্বরূপ সুখ ভোগ পূর্বক পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়োক্ত যানে পুনরায় জন্ম না হইয়া মনুষ্য বিদেহ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। জীবের কর্মফল ভোগার্থ এই দুই প্রকার জন্ম বা পথ শুনিতে পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার মার্গে জগতের সমস্ত জীব গমনাগমন পূর্বক জন্মের পর মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ পূর্ব শরীর ত্যাগ করিয়া বায়ু, জল, অন্ন ও ওষধ্যাদির মাধ্যমে পিতৃ শরীর বা মাতৃ শরীরে প্রবেশ পূর্বক সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে এবং নিষ্কাম পুণ্য কর্ম প্রভাবে বন্ধান (বন্ধনের) সংস্কার ক্ষীণ হইলে বিদেহ মুক্তি লাভ করে। এই বেদ মন্ত্রে পিতৃযান ও দেবযান সম্বন্ধে কোন দশা প্রাপ্তির উল্লেখ নাই এবং পরম যোগী মহর্ষি দয়ানন্দ তদীয় ভাষ্যে পিতৃযান ও দেবযান সম্বন্ধে উপর্যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দশা প্রাপ্তির উল্লেখ করেন নাই।

এক্ষণে মৃত্যুর কতকাল পরে জীবের পুনর্জন্ম হয় এবং তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধান কি তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামীজী মহারাজ তৎকৃত "মৃত্যু আউর পরলোক" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে প্রথমা গতি প্রাপ্ত প্রাণীগণ অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্য ও মনুষ্যেতর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষাদি স্থাবর জন্ম প্রাপ্ত প্রাণীগণ মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম গ্রহণ করে। তাহাতে এক মুহূর্ত্তও সময় লাগে না। দ্বিতীয়া গতি প্রাপ্ত প্রাণীগন অর্থাৎ সকাম পুণ্য কর্মকর্ত্তা উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্যগণ

মৃত্যুর পর পূর্বোক্ত সপ্ত প্রকার দশা প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং তৃতীয়া গতি প্রাপ্ত প্রাণীগণ অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষগণ মৃত্যুর পর পূর্বোক্ত নয় প্রকার দশা প্রাপ্ত হইয়া জন্ম-মৃত্যু রহিত অবস্থায় মুক্ত হইয়া যান। দশা প্রাপ্তি অর্থে বলিয়াছেন, "জীবাত্মার ক্রম-প্রকাশ" অর্থাৎ জীবের এক দশা হইতে অন্য দশা প্রাপ্তি অর্থে জীবের ক্রম প্রকাশ প্রাপ্তি। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে যজুর্বেদে বিশ্বের সমগ্র জীবের মাত্র দুই প্রকার গতি বা পথ আছে তিন প্রকার নহে এবং উক্ত বেদে দেবযান ও পিতৃযান সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে এবং মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী উক্ত বেদ মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে মৃত্যুর পর মুক্ত জীব ব্যতীত সাধারণ মনুষ্য ও মনুষ্যেতর সমগ্র জীব হইতে আরম্ভ করিয়া সকাম শুভ পুণ্য কর্মকর্ত্তা উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্য পর্যন্ত যাহাদেরই মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয় তাহাদের সকলের এক প্রকার গতি অর্থাৎ পিতৃযান, এবং যাহারা মৃত্যুর পর জন্ম মরণ রহিত হইয়া বিমুক্ত হইয়া যান তাহাদের দেবযান গতি। এইরূপে বিশ্বের সমগ্র জীবের এই দুইটি মাত্র গতি বলা হইয়াছে। বেদই স্বতঃ প্রমাণ এবং সর্বজন মান্য। উপনিষদাদি শাস্ত্র পরতঃ প্রমাণ এবং বেদের অনুকূলে প্রামাণ্য। সাধারণ জীবের এক প্রকার গতি এবং সকাম পুণ্য কর্মকর্ত্তা উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্যগণ যাঁহারা জন্মমৃত্যুর অধীন তাঁহাদের অন্য প্রকার গতি এরূপ বর্ণনা উক্ত বেদমন্ত্রের মধ্যে ও মহর্ষি দয়ানন্দের ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। "প্রথমা গতি প্রাপ্ত জীবের মৃত্যুর পর যে সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম হইয়া থাকে" তাহাতে এক মুহূর্ত্তও সময় লাগে না তাহার পোষকতায় শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামীজী উক্ত গ্রন্থে বৃহদারণ্যক

উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণ ও তৃতীয় মন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত মন্ত্র ও নারায়ণস্বামিজী কৃত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ওম্ তদ্যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং
গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাঽত্মানমুপসংহরতি।
এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং
গময়িত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি॥"

বৃঃ উঃ ৪।৪।৩

শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামিজী কৃত ভাষ্য যথা :—"জৈসে তৃণ জলায়ুকা (এক কীট বিশেষ) এক তিনকে অন্তিম ভাগ পর পহুচ কর্ দুসরে তিন্‌কে পর আপ্‌নে অগ্‌লে পাঁও জমাকর তব্ পাহিলে তিনকো ছোড়্‌তা হ্যায়, ইসি প্রকার জীবাত্মা এক শরীর কো উসি সময় ছোড়্‌তা হ্যায় যব্ দুসরে় নয়ে শরীরকা গ্রহণ কর লেতা হ্যায়" অর্থাৎ জলৌকা যেমন নূতন তৃণকে আশ্রয় করিয়া পূর্বধৃত তৃণকে ত্যাগ করে সেইরূপ জীবাত্মা যখন নূতন স্থূল শরীরকে আশ্রয় করে তখন পুরাতন স্থূল শরীরকে ত্যাগ করে। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই উদাহরণ প্রত্যক্ষ ও বিচার বিরুদ্ধ। জলৌকা যেমন নূতন তৃণকে আশ্রয় করিয়া তারপর পুরাতন তৃণকে ত্যাগ করে, জীবাত্মা কিন্তু নূতন স্থূল শরীরকে ধারণ করিয়া পুরাতন স্থূল শরীরকে ত্যাগ করে না। পক্ষান্তরে উহা পুরাতন শরীরকে ত্যাগ করিয়া তারপর নূতন স্থূল শরীর ধারণ করে। অতএব উপর্যুক্ত মন্ত্রের দ্বারা "মৃত্যুর পর জীবাত্মা সঙ্গে সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করে" ইহা প্রমাণিত হইতেছেনা। তবে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রচিত

বৃহদারণ্যক উপনিষদের উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি ? মহামহোপাধ্যায় আর্য্যমুনি উক্তমন্ত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"তৃণ জলায়ুকা কীট বিশেষ জব এক তিন পর পাঁও রাখ্‌লেতা তব দুসরে পাঁওকো উঠাতা হ্যায়। ইসি প্রকার এহি জীবাত্মা মৃত্যুকালমে বাসনাময় শরীরকো গ্রহণ করকে পূর্ব শরীরকো ত্যাগ করতা হ্যায়"। এখানে উক্ত মন্ত্রের ভাষ্যে মহামহোপাধ্যায় আর্য্যমুনি জীবাত্মার মৃত্যুকালে বাসনাময় শরীর ধারণের কথা বলিয়াছেন নূতন স্থূল শরীর ধারণের কথা বলেন নাই অর্থাৎ জীবের পরজন্মে কিরূপ জন্ম বা শরীর হইবে তদনুরূপ সংস্কার সমূহ তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবদ্দশায় বাসনাময় সূক্ষ্ম শরীরে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং জীব মৃত্যুকালে সেই সংস্কাররূপ বাসনাময় শরীরকে ধারণ করিয়া বা আশ্রয় করিয়া তাহার স্থূল শরীর ত্যাগ করে। অতএব এই মন্ত্রে জলৌকার উদাহরণের ইহাই সার্থকতা।

শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামীজী মহারাজ তদীয় "মৃত্যু আউর পরলোক" নামক গ্রন্থে একটি প্রশ্ন যথা মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে কিছু সময় লাগিবে কিনা ইহার উত্তরে বলিয়াছেন "অবশ্য কুছ্ ন কুছ্ সময় এক শরীর কো ছোড়্‌কর দুসরে শরীরকো গ্রহণ করনে মে লগ্‌তা হ্যায়, পরন্তু এহি সময় এত্‌না থোড়া হ্যায় কি মনুষ্যনে যো সময়কী নাপ্ তোল (দিন, ঘড়ি মুহূর্ত্তাদি) নিয়ত কী হ্যায় উস গণনামে নহী আতা" অর্থাৎ এক শরীর ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করিতে কিছু সময় লাগিবেই কিন্তু তাহা এত অল্প যে মানবীয় দিন ঘণ্টা ও মুহূর্ত্তাদির দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। এই উক্তি তাঁহার স্বকল্পিত। এ বিষয়ে তিনি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণের

উল্লেখ করেন নাই কিংবা কোন যুক্তি ও বিচার উপস্থাপিত করেন নাই—পক্ষান্তরে মহর্ষি কপিলের সাংখ্য দর্শনে তাঁহার এই উক্তির বিপরীত উপদেশই দেখেতে পাওয়া যায় যথা "সম্প্রতি পরিমুক্তো দ্বাভ্যাম্"—সাংখ্যদর্শন ৩।৬। সাংখ্যে প্রশ্ন হইয়াছে যে সম্প্রতিকালে অর্থাৎ স্থূল শরীর ত্যাগ করিবার পর দ্বিতীয় নূতন স্থূল শরীর ধারণ করিবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত পরলোকগত আত্মা কোন সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে কি না? ইহার উত্তরে মহর্ষি উপদেশ করিয়াছেন যে ঐ সময় জীবাত্মা সুখদুঃখ কিছুই অনুভব করিতে পারে না এবং তাহার স্থূল শরীর না থাকায় কোন ভোগও থাকে না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে কপিলাচার্য্য বিশ্বাস করিতেন যে জীবাত্মা স্থূল শরীর ত্যাগের কিছুকাল পরে তবে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ নূতন স্থূল শরীর ধারণ করে—সঙ্গে সঙ্গেই নহে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নূতন স্থূল শরীর ধারণ করিলে সম্প্রতিকালে সুখ-দুঃখের অনুভূতি ও ভোগের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না বা সাংখ্যে সম্প্রতিকালের উল্লেখই থাকিত না। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিতে কিছু সময় লাগিবেই। সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম হইবে না। আয়ুর্ব্বেদেও দেখিতে পাওয়া যায় যে মৃত্যুর পর হইতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবাত্মা ঈশ্বরের প্রেরণায় ফল, মূল, জল, বায়ু, সূর্য্য ও অগ্ন্যাদির মাধ্যমে খাদ্য-দ্রব্যের সহিত ছিদ্রপথে অপরের শরীরে গমন করতঃ বীর্য্যে গমন করে, তৎপরে বীর্য্যের মাধ্যমে গর্ভাশয়ে গমন করিয়া থাকে। পুরুষ শরীর ধারণ করিবার উপযুক্ত সংস্কার থাকিলে পুরুষের শরীরে এবং স্ত্রী শরীর ধারণ করিবার উপযুক্ত সংস্কার থাকিলে স্ত্রী শরীরে

প্রবেশ করে ইহাই হইল সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের বিচিত্র লীলা—যোগীগণ লীলাময়ের এই বিচিত্র লীলা শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া মোহিত হইয়া থাকেন।

যজুর্ব্বেদে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে উচ্চনীচ গতিনির্বিশেষে মুক্ত পুরুষ ব্যতীত সমস্ত জীবই মৃত্যুর পর হইতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১১ দিন পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহে ভ্রমণ পূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ম্মের সংস্কাররূপ বীজ অনুসারে পরজন্মের নূতন শরীরের অনুকূল দিব্য তেজ ও গুণ সমূহ গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ দিবসে সমস্ত দিব্যগুণে বিভূষিত হইয়া জীব প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে ও মাতৃগর্ভে গমন পূর্ব্বক শরীর ধারণ করে। ১১ দিন সূক্ষ্ম শরীরে পৃথিব্যাদি পদার্থে ভ্রমণ করিয়া নূতন শরীরের উপযোগী তেজ বা গুণ গ্রহণ করে বলিয়া সেই সময়ের মধ্যে তাহাদের জন্মের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সাধারণ জীবের জন্ম গ্রহণের এক প্রকার ব্যবস্থা এবং উচ্চশ্রেণীর পুণ্যাত্মগণের জন্মের অন্য প্রকার ব্যবস্থা ভেদাভেদ নিম্নোক্ত বেদ মন্ত্রে বর্ণিত নাই। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ (যাঁহারা মৃত্যুর পর জন্মমৃত্যু রহিত হইয়া বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হন তাঁহারা) ব্যতীত অন্য সমস্ত জীবই যাহারা জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করে তাহারা সকলেই মৃত্যুর পর স্থূল শরীরের অভাবে সূক্ষ্ম শরীরে সুষুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে।

এই তথ্যের সুচারু মীমাংসা যজুর্ব্বেদের ৩৯ অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রদ্বয় ও মহর্ষি দয়ানন্দকৃত ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল যথা—

(১) ওম্ প্রজাপতিঃ সম্ভ্রিয়মাণঃ সম্রাট্ সম্ভৃতো
বৈশ্বদেবঃ সংসন্নো ঘর্ম্মঃ প্রবৃক্তস্তেজ উদ্যত
আশ্বিনঃ পয়স্যানীয়মানে পৌষ্ণো বিস্পন্দমানে
মারুতঃ ক্লথন্। মৈত্রঃ শরসি সন্তাষ্যমানে
বায়ব্যো হ্রিয়মাণ আগ্নেয়ো হূয়মানো বাগ্ঘুতঃ॥

যজুর্বেদ ৩৯।৫

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীকৃত ভাষ্য যথা—

পদার্থ—হে মনুষ্য! জিস্ ঈশ্বরনে (সম্ভ্রিয়মাণঃ) সম্যক পোষণ বা ধারণ কিয়া হুয়া (সম্রাট্) সম্যক প্রকাশমান্ (বৈশ্বদেবঃ) সব উত্তম জীব বা পদার্থকে সম্বন্ধী (সংসন্নঃ) সম্যক প্রাপ্ত হোতা হুয়া (ঘর্ম্মঃ) ঘামরূপ (তেজঃ) প্রকাশ তথা (প্রবৃক্তঃ) শরীরসে পৃথক হুয়া (উদ্যতঃ) উপরকো চলতা হুয়া (আশ্বিনঃ) প্রাণ অপান সম্বন্ধী তেজ (আনীয়মানে) অচ্ছে প্রকার প্রাপ্ত হুয়ে (পয়সি) জলমে (পৌষ্ণঃ) পৃথিবী সম্বন্ধী তেজ (বিস্পন্দমানে) বিশেষ কর প্রাপ্ত হুয়ে সময়মে (মারুতঃ) মনুষ্যদেহ সম্বন্ধী তেজ (ক্লথন্) হিংসা করতা হুয়া (মৈত্রঃ) প্রাণ সম্বন্ধী তেজ (সন্তাষ্যমানে) বিস্তার কিয়ে বা পালন কিয়ে (শরসি) তলাবমে (বায়ব্যঃ) বায়ু সম্বন্ধী তেজ (হ্রিয়মানঃ) হরণ কিয়া হুয়া (আগ্নেয়ঃ) অগ্নি দেবতা সম্বন্ধী তেজ (হূয়মানঃ) বুলায়া হুয়া (বাক্) বোলনে ওয়ালা (হুতঃ) শব্দকিয়া তেজ আউর (প্রজাপতিঃ) প্রজাকা রক্ষক (সম্ভৃতঃ) সম্যক পোষণ বা ধারণ কিয়া হ্যায় উসী পরমাত্মাকী তুম্ লোক উপাসনা করো॥

সরলার্থ—হে মনুষ্য! এই জীব শরীর ত্যাগ করিবার পর

পরমাত্মার আধারে তাঁহার প্রেরণায় ঊর্ধ্বদিকে গমন পূর্বক পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহে প্রবেশ করিয়া সব উত্তম পদার্থ সম্বন্ধীয় তেজ যথা—ঘর্মরূপ তেজ, মনুষ্য শরীর সম্বন্ধীয় তেজ, প্রাণ, অপান সম্বন্ধীয় তেজ, জলাশয় হইতে তেজ, বায়ু সম্বন্ধীয় তেজ, অগ্নি, দেবতা সম্বন্ধীয় তেজ, শব্দ সম্বন্ধীয় তেজ, প্রভৃতি তেজ গ্রহণ করিয়া বা প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার বিধান অনুসারে নূতন শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং যে পরমাত্মা সম্যক প্রকাশমান, সকলের পোষণ ও ধারণ কর্ত্তা ও প্রজা সমূহের অর্থাৎ জীব সমূহের রক্ষক তোমরা সেই পরমাত্মার উপাসনা কর।

ভাবার্থ—যদায়ং দেহং ত্যক্ত্বা সর্বেষু পৃথিব্যাদিপদার্থেষু ভ্রমন্ যত্র কুত্র প্রবেশম্ যতস্ততো গচ্ছন্ কর্মানুসারেনেশ্বরব্যবস্থায়া জন্মং প্রাপ্নোতি তদৈব সুপ্রসিদ্ধো ভবতি।

অর্থাৎ যব য়হি জীব শরীর কো ছোড় সব পৃথিব্যাদি পদার্থোমে ভ্রমণ করতা জঁহা তহাঁ প্রবেশ করতা আউর ইধর উধর জাতা হুয়া কর্মানুসার ঈশ্বরকী ব্যবস্থাসে জন্ম পাতা হ্যায় তবহী সুপ্রসিদ্ধ হোতা হ্যায়।

সরলার্থ:—জীব স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া পৃথিব্যাদি পদার্থে ভ্রমণ করতঃ যথা প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ গমন পূর্বক স্বীয় কর্মানুকুল ঈশ্বরের ব্যবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মন্ত্র যথা—

"ওম্ সবিতা প্রথমেহহন্নগ্নির্দ্বিতীয়ে বায়ুস্তৃতীয়ে
আদিত্যশ্চতুর্থে চন্দ্রমা পঞ্চম ঋতুঃষষ্ঠে

মরুতঃ সপ্তমে বৃহস্পতিরষ্টমে মিত্রো নবমে
বরুণো দশম ইন্দ্র একাদশে বিশ্বে দেবা দ্বাদশে॥

যজুর্বেদ ৩৯।৬

পদার্থঃ—হে মনুষ্যো! ইস জীবকো (প্রথমে) শরীর ছোড়নেকে পহিলে (অহন্) দিন (সবিতা) সূর্য্য (দ্বিতীয়ে) দুসরে দিন (অগ্নিঃ) অগ্নি (তৃতীয়ে) তিসরে (বায়ুঃ) বায়ু (চতুর্থে) চৌথে (আদিত্যঃ) মহীনা (পঞ্চমে) পাঁচবে (চন্দ্রমাঃ) চন্দ্রমা (ষষ্ঠে) ছটে (ঋতুঃ) বসন্তাদি ঋতু (সপ্তমে) সাতবেঁ (মরুতঃ) মনুষ্যাদি প্রাণী (অষ্টমে) আটবেঁ (বৃহস্পতিঃ) বড়োকা রক্ষক সূত্রাত্মা বায়ু (নবমে) নবয়েমে (মিত্রঃ) প্রাণ (দশমে) দশবেঁ (বরুণঃ) উদান্ (একাদশে) গ্যারহবেঁমে (ইন্দ্রঃ) বিজুলী আউর (দ্বাদশে) বারহবেঁ দিন (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) দিব্য উত্তম গুণ প্রাপ্ত হোতে হ্যায়॥

সরলার্থঃ—হে মনষ্যগণ! এই জীব স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া প্রথম দিন সূর্য্য প্রকাশে, দ্বিতীয় দিন অগ্নিতে তৃতীয় দিন বায়ুর-মধ্যে, চতুর্থ দিন আদিত্য অর্থাৎ মাসের মধ্যে, পঞ্চম দিন চন্দ্রমা, ষষ্ঠ দিন বসন্তাদি ঋতুতে, সপ্তম দিন মনুষ্যাদি প্রাণিতে অষ্টম দিন সূত্রাত্মা বায়ুতে, নবম দিন প্রাণবায়ুতে দশমদিন উদান বায়ুতে, একাদশ দিন বিদ্যুতে গমণ পূর্বক ঐ সমস্ত পদার্থের মধ্য হইতে নূতন স্থূল শরীরের উপযোগী দিব্য গুণ সমূহ আহরণ করিয়া দ্বাদশ দিনে সমগ্র দিব্যগুণে বিভূষিত হইয়া গর্ভাশয়ে গমণ পূর্বক জন্মগ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে।

ভাবার্থঃ—হে মনুষ্যো! যদেমে জীবাঃ শরীরং ত্যজন্তি তদ

সূর্য্যপ্রকাশাদীন্ পদার্থান্ প্রাপ্য কিঞ্চিৎকালং ভ্রমণং কৃত্বা স্বকর্মানুযোগেন গর্ভাশয়ং গত্বা শরীরং ধৃত্বা জায়ন্তে তদৈব পুণ্য-পাপকর্মনা সুখদুঃখানি ফলানি ভুঞ্জতে। অর্থাৎ—হে মনুষ্যো ! জব এহি জীব শরীরকো ছোড়তে হ্যায় তব সূর্য্যপ্রকাশাদি পদার্থকো প্রাপ্ত হোকর কুছ কাল ভ্রমণ কর আপনে কর্মকে অনুকুল গর্ভাশয়কো প্রাপ্ত হো শরীর ধারণ কর্ উৎপন্ন হোতে হ্যায় তভী পুণ্যপাপকর্মসে সুখদুঃখ রূপ ফলোকো ভোগতে হ্যায়।

সরলার্থঃ—হে মনুষ্যগণ ! এই জীব স্থূল শরীর ত্যাগ করিবার পর সূর্য্য প্রকাশাদি পদার্থে কিছুকাল পরিভ্রমণ করতঃ স্বীয় কর্মানুকুল গর্ভাশয়ে প্রবেশপূর্বক শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং পুণ্যপাপের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যজুর্বেদের উপর্যুক্ত মন্ত্রদ্বয় হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে জীব শরীর ত্যাগ করিবার পর সঙ্গে সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করে না। একাদশ দিবস সূর্য্যরশ্মি ও পৃথিব্যাদি পদার্থে পরিভ্রমণ পূর্বক উক্ত পদার্থ সমূহ হইতে স্ব স্ব কর্ম ও সংস্কারানুকুল নূতন স্থূল শরীরের উপযোগী দিব্য তেজ ও গুণ সমূহ আহরণ করিয়া দ্বাদশ দিনে প্রয়োজনীয় সমগ্র দিব্য গুণে বিভূষিত হইয়া পরমাত্মার ব্যবস্থানুসারে অপরের শরীরে প্রবেশ করিয়া বীর্য্যের সহিত মাতৃগর্ভাশয়ে গমণ পূর্বক শরীর ধারণ করিয়া বহির্গত হয়। কারণ বেদমন্ত্রে একাদশদিন ভ্রমণের পর দ্বাদশ দিনে সমগ্র দিব্যগুণে ভূষিত হইবার কথা আছে সেইজন্য একাদশ দিনের মধ্যে জন্ম হইতে পারে না দ্বাদশ দিনে সর্ব দিব্য গুণ প্রাপ্ত হইয়া গর্ভাশয়ে জন্ম হইয়া থাকে। যজুর্বেদের ৩৯ অধ্যায়ের ৫ম মন্ত্রে জীবাত্মার শরীর

ত্যাগের পর ঊর্দ্ধে গমণ পূর্বক বিবিধ পদার্থে পরিভ্রমণ করিয়া দিব্য তেজ আহরণ পূর্বক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং ৬ষ্ঠ মন্ত্রে জীব মৃত্যুর পর একাদশ দিবস সূর্য্য প্রকাশ ও পৃথিব্যাদি নানা পদার্থে পরিভ্রমণ করতঃ উক্ত পদার্থ সমূহ হইতে স্ব স্ব কর্ম্মানুকুল দিব্য গুণসমূহ আহরণ পূর্ব্বক দ্বাদশ দিনে সমগ্র দিব্যগুণে ভূষিত হইয়া গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজও উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ঐরূপই ভাষ্য করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়ের ষষ্ঠ মন্ত্রটীর প্রতি পদের সুচারুরূপে ভাষ্য করিয়া তিনি জীবাত্মার মৃত্যুর পর একাদশ দিন পৃথিব্যাদি নানাপ্রকার পদার্থে ভ্রমণের কথা বর্ণনা করিয়াছেন এবং উক্ত মন্ত্রের ভাবার্থে যাহাতে প্রতি পদের অর্থ করা নাই কিন্তু মন্ত্রের ভাবটী কেবল সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেও তিনি জীবাত্মার মৃত্যুর পর কিছুকাল সূর্য্যাদি পদার্থে ভ্রমণের কথা বলিয়াছেন। মন্ত্রের পদার্থের ভাষাই প্রসিদ্ধ অর্থ কারণ ইহাতে প্রত্যেক পদের পৃথক পৃথক যথাযথ ভাষ্য করা হয় আর ভাবার্থে কেবল মন্ত্রের ভাবের সংক্ষেপে বর্ণনা থাকে। কিন্তু এই ভাবার্থও মন্ত্রের শব্দার্থের অধীন ও অনুকুল হইবে তাহার বিপরীত হইতে পারে না। উক্ত মন্ত্রের মধ্যে জীবাত্মার মৃত্যুর পর একাদশ দিন ভ্রমণের কথা রহিয়াছে এবং মহর্ষিও সেই একাদশ দিন ভ্রমণের কথা ভাষ্যে লিখিয়াছেন এবং তাহার ভাবার্থে তিনি তাহার বিপরীত লিখিতে পারেন না। ভাবার্থ মন্ত্রের শব্দার্থের বা পদার্থের অনুরূপই হইবে তাহার বিপরীত হইতে পারে না এবং মহর্ষিও একই মন্ত্রের পদার্থে ও ভাবার্থে দুই স্থলে দুই প্রকার

অর্থ করিয়া স্ববিরোধী ভাষ্যের দ্বারা নিজেকে নিজে খণ্ডন করিতে পারেন না কারণ তিনি তত্ত্ববেত্তা ও দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। উক্ত মন্ত্রের ভাবার্থে উল্লিখিত "কিছুকাল" শব্দের অর্থ মন্ত্রের পদার্থের অধীন বা অনুকূল হইলে সঙ্গত অর্থ হইবে নতুবা তাহা কদর্থে পরিণত হইবে।

উক্ত মন্ত্রের ভাবার্থে ঋষি দয়ানন্দ বলিয়াছেন যে পরলোকগত আত্মা কিছুকাল সূর্যরশ্মি প্রভৃতি পদার্থে বিচরণ করিয়া মাতৃগর্ভে গমণ করতঃ শরীর ধারণ পূর্বক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে" অর্থাৎ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে এবং উক্তমন্ত্রের পদার্থে তিনি বলিয়াছেন যে পরলোকগত আত্মা একাদশ দিবস পৃথিব্যাদি পদার্থে বিচরণ করিয়া দ্বাদশ দিবসে সমগ্র দিব্য গুণে বিভূষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ মাতৃগর্ভে জন্ম লইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। সে কারণ মন্ত্রের ভাবার্থে লিখিত "কিছুকাল" মন্ত্রের পদার্থে লিখিত "একাদশ দিন" বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। মন্ত্রের পদার্থে লিখিত সময় ও সেই মন্ত্রের ভাবার্থে লিখিত সময় পরস্পর বিরোধী ও ন্যূনাধিক হইতে পারে না তাহার পরিমাণ একরূপ হওয়াই যুক্তিযুক্ত কারণ মন্ত্রের ভাষ্যকর্তা ও ভাবার্থকর্তা একই ব্যক্তি যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। এই দুই সময়কে পৃথক কল্পনা করা যুক্তি ও বিচার বিরুদ্ধ। অহন্ শব্দের অর্থও স্বামীজীকৃত অর্থ দিনই হইবে যাহার বিচার পরে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বেদ স্বতঃ প্রমাণ এবং সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিদ্যার আধার পরমাত্মার স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞান-ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ ও সর্বজনমান্য। আর বেদ ভাষ্য সম্বন্ধে বলিতে ইহাই বলিতে হয় যে আধুনিক জগতে মহর্ষি দয়ানন্দের বেদভাষ্যই যথাযথ সঙ্গত ও প্রামাণ্য

ভাষ্য। মহর্ষির বেদ ভাষ্য সম্বন্ধে মহাত্মা অরবিন্দও বলিয়াছেন— "বেদভাষ্য সম্বন্ধে আমার পূর্ণ বিশ্বাস—অন্তে যে ভাষ্যই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হউক না কেন স্বামী দয়ানন্দ সর্বাগ্রে পূজিত হইবেন কারণ তিনিই ভাষ্যের প্রকৃত রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বিশৃঙ্খলা, অবিদ্যা, অন্ধকার ও বহু শতাব্দীর ভ্রমজালে জনতা আবদ্ধ ছিল, তাঁহার দৃষ্টিই ইহা ভেদ করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিয়াছিল। সহস্র বর্ষের বন্ধ দুয়ারের চাবিকাঠি তিনিই পাইয়াছিলেন এবং বন্ধ বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া স্রোতের প্রবাহ খুলিয়াছিলেন"।

শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামীজী প্রণীত "মৃত্যু আউর পরলোক" নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে উপর্যুক্ত যজুর্বেদের ৬ষ্ঠ মন্ত্রটীর সম্বন্ধে তিনি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মহর্ষি দয়ানন্দের উপর্যুক্ত বর্ণনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐ বেদমন্ত্র সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "এহি মন্ত্র তৃতীয়া গতি প্রাপ্ত প্রাণীওকে অর্থাৎ মুক্ত পুরুষোকে মার্গ (দেবযানক্রম) বতলাতা হ্যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ আউর ইস মন্ত্রমে বর্ণিত দেবযানকা ক্রম প্রায় মিলতে জুলতে হ্যায় বহু থোড়া অন্তর হ্যায়। ইসসে কিসি মৌলিক সিদ্ধান্তকা ভেদ-নাহি আতা"—অর্থাৎ নারায়ণ স্বামীজী বলিয়াছেন ঐ মন্ত্র মুক্ত পুরুষদের দেবযান মার্গের ক্রম সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত দেবযান মার্গের ক্রমের সহিত এই মন্ত্রে বর্ণিত দেবযান মার্গের ক্রমের প্রায় মিল আছে-খুব অল্প পার্থক্য আছে। ইহাতে মূল সিদ্ধান্তের কিছু ভেদ নাই।" তাঁহার এই মতবাদের সমর্থনে তিনি উক্ত মন্ত্রের "মিত্র" প্রভৃতি কতিপয় শব্দের যাহা

অর্থ করিয়াছেন তাহা মহর্ষি দয়ানন্দের কৃত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি এই মন্ত্রে "মুক্ত পুরুষদের দেবযান মার্গের ক্রম সম্বন্ধে বর্ণনা আছে বলিয়াছেন কিন্তু মহর্ষি দয়ানন্দ তদীয় ভাষ্যে এই মন্ত্রে "আবাগমন প্রাপ্ত (জন্ম মৃত্যুর অধীন) সাধারণ বদ্ধ পুরুষদের মৃত্যুর পর গর্ভাশয়ে গমন করিয়া স্ব স্ব কর্মানুকূল নূতন শরীর ধারণের বিষয় বর্ণিত আছে" বলিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে মহর্ষি দয়ানন্দকৃত ভাষ্য হইতে শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামীজীর ব্যাখ্যার বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে! কিন্তু দুই প্রকার ভাষ্যের মধ্যে মহর্ষি দয়ানন্দের ভাষ্যই যুক্তি ও বিচার সঙ্গত এবং প্রামাণ্য কারণ যজুর্বেদের ৩৯ অধ্যায়ের উপর্যুক্ত ৫ম ও ৬ষ্ঠ মন্ত্রদ্বয়ের পূর্বে ও পরে যে সমস্ত মন্ত্র আছে তাহাদের মধ্যে সাধারণ বদ্ধজীবের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থারই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্ত অধ্যায়েই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মন্ত্র সমূহের বর্ণনা আছে, ঐ অধ্যায়ের মন্ত্রসমূহে মুক্তপুরুষের দেবযানক্রম সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই এবং মুক্ত পুরুষের একাদশ দিন পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহে বিচরণ পূর্বক দ্বাদশদিনে সমগ্র দিব্যগুণে ভূষিত হইবার কথা কোন বিচারের দ্বারাই সিদ্ধ হয় না। অধিকন্তু প্রশ্নোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিদেহ মুক্তিতে জীবাত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়া সূর্যরশ্মির সাহায্যে স্বপ্রকাশ জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থান পূর্বক ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে।

এই মন্ত্রের ভাষ্য সম্বন্ধে মহর্ষি দয়ানন্দের ভাষ্যের সহিত শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামীজী মহারাজের ভাষ্যের বিরোধ দেখিয়া কোন ভাষ্য প্রামাণ্য এবং কোন ভাষ্য অপ্রামান্য তাহার সিদ্ধান্তের জন্য আমি এই

বিষয়টী দিল্লীস্থিত সার্বদেশিক আর্য্য প্রতিনিধি সভার অন্তর্ভুক্ত ধর্মার্য্য সভায় উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। ধর্মার্য্য সভার মন্ত্রী মহোদয় এ সম্বন্ধে গত ১৬।১১।৬০ তারিখের পত্রদ্বারা আমাকে জানাইয়াছেন যে মহর্ষি দয়ানন্দে ভাষ্যই প্রামাণ্য। শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামীজীর ভাষ্য ঋষি দয়ানন্দের ভাষ্যের বিরুদ্ধ হইলে তাহা প্রামাণ্য হইবে না।

উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল যথা—

সার্বদেশিক আর্য্য প্রতিনিধি সভা
Sarva deshik Arya Pratinidhi Sabha
(International Aryan League

মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন
রামলীলা ময়দান, নইদিল্লী-১
দিনাঙ্ক—১০-১১-৬০

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
উপপ্রধান, আর্য্যপ্রতিনিধি সভা, বাঙ্গাল
৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রীমন্নমস্তে
আপকা পত্র দিনাঙ্ক × প্রাপ্ত হুয়া।
ধর্মার্যসভাকে মন্ত্রীজীনে ইসকা উত্তর নিম্ন প্রকার দিয়া ভেজা হ্যায়।

আপকে লম্বা পত্রকা নিষ্কর্ষ আপকে হি শব্দমে এহি হ্যায় কি কিস্ ভাষ্যকো প্রামাণিক মানা যায়।

অতঃ এহি নিবেদন হ্যায় যদি ঋষি মে আউর অন্যমে বিরোধ হো তো ঋষিহী হামারে লিয়ে প্রামাণিক হ্যায়।

ঋষি কি বিদ্যা, যোগ, অনুশীলন আউর ব্রহ্মচর্য্যকো কোই আজ তক নহী পা সকা। যদি বিরোধমে শ্রীনারায়ণ স্বামীজী মহারাজ ভী হ্যায় তো হম্ উসে প্রমাণ নহী মানেগে"।

ভবদীয়—

স্বাঃ রঘুবীর সিংহ শাস্ত্রী, "মন্ত্রী"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যদিও "অহন্" শব্দের অর্থ দিন ধরা যায় তাহা কিন্তু ২৪ ঘণ্টার দিন নহে উহা আলোকাংশ মাত্র। ইহা তাঁহাদের কল্পনা প্রসূত অর্থ—"অহন্ শব্দের অর্থ কেবল আলোকাংশ নহে—"অহন্" শব্দের অর্থ হইতেছে আলোকাংশ ও আঁধারাংশের সম্মিলিত দিবা ও রাত্রের সমাবেশ, দিবাভাগের নাম আলোকাংশ ও রাত্রির নাম আঁধারাংশ। এই দুইয়ের মিলিত সময় অহোরাত্র বা অহন্ বা পূর্ণ একদিন যাহার পরিমাণ ২৪ ঘণ্টাকাল। বিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহাকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি কহে। পৃথিবীর নিজ-কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে এই ২৪ ঘণ্টা কালই "অহনের" পরিমাণ। পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির মধ্যে দিবা ও রাত্রি উভয়ই বিদ্যমান থাকে—যাহার নাম দিন ও পরিমাণ ২৪ ঘণ্টা-কাল হইয়া থাকে। ইহাই হইল বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্ত। "দ্যুতিতমঃ" অর্থাৎ সূর্য্যের জ্যোতির দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট হয়

বলিয়া সেই সময়ের নাম দিবাভাগ উহা "অহনের" একটী ভাগ বা অংশ মাত্র পূর্ণ একদিন নহে। অনেক বৈদিক পণ্ডিতও এইরূপ বলিয়া থাকেন যে "অহন" শব্দের অর্থ যদি ২৪ ঘণ্টায় দিন ধরা যায় তাহা ঠিক নহে কারণ দিন সর্বত্র সমান নহে লপ্‌লেণ্ডে ছয় মাসে দিন ও ছয় মাসে রাত্রি হয়। ইহার উত্তর এই যে লপ্‌লেণ্ডেও ২৪ ঘণ্টায় দিন ধার্য্য করা হয়। ২৪ ঘণ্টায় দিন ধার্য্য করিয়া তবে ছয় মাসে দিন ও ছয় মাসে রাত্রি বলা হইয়া থাকে—নতুবা ৬ মাসের গণনা কাহার উপর ভিত্তি করিয়া নির্দ্ধারিত করা হইল? ঐ দেশ প্রভৃত তুষারাবৃত ও কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে এবং সূর্য্য প্রকাশের তারতম্য বা ব্যতিক্রম হয় বলিয়া তথায় বৎসরে প্রায় ছয় মাস কাল অন্ধকারাংশ থাকে সেই ছয় মাস কাল রাত্রি ও অপর ছয় মাস কাল সূর্য্য প্রকাশ থাকে বলিয়া ছয় মাস কাল দিন বলা হয় এবং উক্ত ছয় মাসের গণনাও ২৪ ঘণ্টায় দিন ধার্য্য করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ঐ দেশে সূর্য্য প্রকাশের ব্যতিক্রম জন্য ছয় মাসে দিন বলা হয় বলিয়া কি পৃথিবীর আহ্নিক গতি ছয় মাসে হইবে না, তাহা হইতে পারে না—উহা ২৪ ঘণ্টাতেই হইবে। বেদে বর্ণিত আছে যে ৪ অর্বুদ ৩২ কোটী বৎসর সৃষ্টিকাল এবং তারপর আর ৪ অর্বুদ ৩২ কোটী বৎসর মহাপ্রলয় কাল অর্থাৎ ৪ অর্বুদ ৩২ কোটি বৎসর কাল অন্তর অন্তর একটী সৃষ্টি ও একটী মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। এই সৃষ্টি কাল ও মহাপ্রলয় কালও ২৪ ঘণ্টায় দিন ধার্য্য করিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। কিন্তু লপ্‌লেণ্ডের জন্য কি সৃষ্টি-কাল ও প্রলয়কালের গণনা বিভিন্ন প্রকার হইবে, না তাহা হইতে পারে না। সৃষ্টি ও প্রলয় কালের গণনা সর্ব্বত্র যেরূপ হইবে

লপ্‌ল্যাণ্ডের পক্ষেও সেইরূপ হইবে কারণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ২৪ ঘণ্টায় দিন ধার্য্য করা হইয়া থাকে এবং এজন্য দিবা বা রাত্রির সমাবেশই দিন বা অহন্‌। কোন কোন স্থলে সূর্য্য প্রকাশের তারতম্য বশতঃ দিবা রাত্রির পরিমাণ ন্যূনাধিক হইলেও ২৪ ঘণ্টায় দিন ধরিতে হইবে। আমাদের দেশেও শীতকালে দিবাভাগের পরিমাণ অল্প এবং রাত্রের পরিমাণ অধিক হইলেও এবং গ্রীষ্মকালে দিবাভাগের পরিমাণ অধিক ও রাত্রের পরিমাণ অল্প হইলেও ২৪ ঘণ্টাতেই দিন ধার্য্য করা হইয়া থাকে। এইরূপে এই ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই ২৪ ঘণ্টায় দিন ধার্য্য করা হইয়াছে। যেমন একই সার্ব্বভৌম ধার্মিক ও ন্যায়াধীশ নরপতির অধীনে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে একই নিয়ম প্রচলিত থাকে সেইরূপ এক, অদ্বিতীয় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-ব্যাপক পরমাত্মার এই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একই প্রকার অখণ্ড নিয়ম ও আদেশ প্রচলিত আছে এবং থাকিবেই। যেমন এই দেশে মনুষ্যাদি প্রাণী সমূহের শরীর যেভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাদের যেরূপ আকৃতি গঠিত হইয়াছে সেইরূপ পৃথিবীর অন্যত্রও সেই-ভাবেই গঠিত হইয়াছে, যেমন এদেশে মনুষ্য চক্ষু দ্বারা দর্শন, নাসিকার দ্বারা গন্ধগ্রহণ, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন, ত্বক দ্বারা স্পর্শ, মনের দ্বারা মনন ও বুদ্ধির দ্বারা বিচার হস্ত দ্বারা গ্রহণ ও পদ দ্বারা গমন করিয়া থাকে এবং ইহাই ঈশ্বরীয় নিয়ম সেইরূপ সমগ্র ভূমণ্ডলে মনুষ্যের পক্ষে এই একই নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে তাহার কোন তারতম্য বা ব্যতিক্রম হইতে পারে না সেইরূপ দিনের গণনাও এই ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র একরূপেই হইবে ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইতে পারে না বা ইহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না।

অদ্বিতীয় পরমাত্মার সৃষ্টিতে একই প্রকার অখণ্ড নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে।

অহন শব্দের যত প্রকার অর্থই থাকুক না কেন মহর্ষি দয়ানন্দ এখানে "অহন্‌" শব্দের "দিন" অর্থই করিয়াছেন। অতএব "অহন্‌" শব্দের দিন অর্থই সঙ্গত ও প্রকরণোপযোগী অর্থ।

এই সমস্ত হইল যুক্তি ও বিচারের কথা এক্ষণে "অহন্‌" শব্দের শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা হইতেছে যথা—

নিঘণ্টুকার মহর্ষি যাস্ক অহন শব্দের দ্বাদশ প্রকার নাম বা অর্থ রাখিয়াছেন যথা—

বস্তোঃ দ্যৌঃ (দ্যুঃ) ভানু বাসরম্‌ স্বসরানি ঘ্রংসঃ ঘর্মঃ।
ঘৃণঃ দিনম্‌ দিবা দিবেদিবে দ্যাবিদ্যবীতি দ্বাদশাহর্নামানি॥

নিঃ ১।৯

অহনের উপর্যুক্ত দ্বাদশটি নাম। এখানে মহর্ষি যাস্ক দিবা ও দিনম্‌ এই দুই পৃথক পৃথক শব্দকে অহনের দুইটী নাম বলিয়াছেন ইহাতে অহন্‌ অর্থে "দিবা" অর্থাৎ আলোকাংশ বা দিবাভাগ এবং "দিনম" অর্থাৎ আলোক ও আঁধারাংশের বা অহোরাত্রের সমাবেশ পূর্ণ দিন যাহার পরিমাণ ২৪ ঘণ্টাকাল এই দুইই বুঝাইতেছে কিন্তু মহর্ষি দয়ানন্দ এখানে অহনু শব্দে "দিনম" এই অর্থই করিয়াছেন যাহার পরিমাণ ২৪ ঘণ্টাকাল বুঝিতে হইবে। এ-সম্বন্ধে পরে বিশেষ প্রমাণ ও বিচার উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

মহর্ষি যাস্ক পুনশ্চ বলিয়াছেন—

"অহর্ণামাণ্যুত্তরাণি দ্বাদশ॥

অর্থ—উত্তরানি (পরবর্ত্তী) দ্বাদশ (দ্বাদশ নাম) অহর্ণামানি (দিনের নাম)। উষার নাম সমূহের পর (নিঘণ্টুকার মহর্ষি যাস্ক ইহার পূর্ব্বে উষা শব্দের নির্ণয় করিয়াছেন) বস্তোঃ, দ্যোঃ, ভানুঃ প্রভৃতি দিনের দ্বাদশ নাম অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ১।৮)। অহঃ শব্দ অহোরাত্রাত্মক সময়ের বোধক ; অহঃ কস্মাদুপাহরন্ত্যস্মিন্ কর্ম্মানি।

অর্থ—অহঃ (অহন্) এই নাম) কস্মাৎ (কোথা হইতে) হইল ? অস্মিন্ (ইহাতে) কর্ম্মানি (কর্ম্ম সমূহ) উপাহরন্তি (অনুষ্ঠিত হয়)।

"অহন্" এই নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন যথা—

ন পূর্ব্বক ত্যাগার্থক হা ধাতুর উত্তর কনিন্ প্রত্যয় করিলে অহন্ শব্দের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ অহঃ সময়ে বা অহোরাত্রের মধ্যে কোন সময়েই জগতের কর্ম্ম বন্ধ থাকে না—অর্থাৎ একেবারে কর্ম্ম ত্যাগ হয় না সর্ব্বদাই কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এইজন্য অহঃ শব্দে অহোরাত্র বুঝায় যাহার পরিমাণ ২৪ ঘণ্টা কাল।

নিম্নে উদ্ধৃত ঋগ্বেদের মন্ত্রটীতে অহন শব্দের নির্ণয় করা হইয়াছে যথা—

"ওম্ অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জ্জুনং চ বিবর্ত্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ
বৈশ্বানরো জায়মানো রাজাবাতিরজ্জ্যোতিষাগ্নিস্তমাংসি ॥

ঋঃ বেদঃ ৬।৯।১

নিরুক্ত ভাষ্য যথা :—

কৃষ্ণম্ অহঃ (কৃষ্ণ অহ অর্থাৎ রাত্রি) চ (এবং) অর্জ্জুনম্ অহঃ (শুভ্র অহঃ অর্থাৎ সরল গমনাদি গুনযুক্ত দিন) রজসী

(রঞ্জিত কারক দিবারাত্র) বেদ্যাভিঃ (বেদিতব্য পদার্থ সমূহের সহিত যুক্ত হইয়া) বিবর্ত্তেতে (বিপর্য্যয় ক্রমে অবস্থান করে) ; বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর) অগ্নিঃ (অগ্নি) জায়মানঃ (উদীয়মান) রাজা ন (রাজা বা সূর্য্যের ন্যায়) জ্যোতিষা (জ্যোতির দ্বারা) তমাংসি (অন্ধকার রাশি) অব্ অতিরৎ (বিনষ্ট করে বা উল্লঙ্ঘণ করে) "কৃষ্ণম্ অহঃ ও অর্জ্জুনম্ অহঃ যথাক্রমে রাত্রি ও দিনকে বুঝাইতেছে। অহঃ শব্দের পূর্বে কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন এই উপপদদ্বয় রহিয়াছে। রাত্রি ও দিন সমস্ত ভুবনকে রঞ্জিত করে—রাত্রি রঞ্জিত করে অন্ধকারের দ্বারা এবং দিন রঞ্জিত করে জ্যোতির দ্বারা। রাত্রি ও দিনে প্রাণিসমূহের যে সকল প্রবৃত্তি হয় তাহা অগনণীয়—সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়া যায় না সে সমস্ত বেদিতব্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্যই থাকিয়া যায়। রাত্রি ও দিন বিপর্য্যয় ক্রমে সরল গমনাদি গুণযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। রাত্রি অতীত হইলে দিবা আসে, দিবা অতীত হইলে রাত্রি আসে ইহারা একত্রে অবস্থান না করিলেও ব্যাপ্তিশীল এবং সংযুক্ত থাকে। রাত্রিতে বৈশ্বানর অগ্নি জ্যোতির দ্বারা অন্ধকার নাশ করে দিবাভাগের জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের রাজা উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায়। অতএব কৃষ্ণ অহ ও অর্জ্জুন অহ অথবা রাত্রি ও দিন উভয়ে সংযুক্ত ভাবে অবস্থান পূর্বক পর্য্যায়ক্রমে ভুবনকে রঞ্জিত করে বলিয়া অহন্ শব্দে দিবা ও রাত্রি বুঝাইতেছে। এই দিবা ও রাত্রের পরিমাণ ২৪ ঘণ্টা কাল। অতএব অহন্ শব্দে ২৪ ঘণ্টা কাল বুঝাইতেছে। উক্ত মন্ত্রের মহর্ষি দয়ানন্দ কৃত ভাষ্য যথা—

পদার্থ—হে মনুষ্যো ! (অহঃ) দিন (কৃষ্ণম্) রাত্রি (চ)

আউর (অহঃ ব্যাপ্তিশীল (অর্জ্জুনং) সরল গমনাদি গুণোঁকো (চ) ভী (রজসী) রাত্রিদিন (বেদ্যাভিঃ) জাননেযোগ্যকে সাথ (বি, বর্ত্তেতে) বিবিধ প্রকার বর্ত্ততে হ্যায় আউর (রাজা) রাজাকে (ন) সমান (জায়মানঃ) উৎপন্ন হুয়া (বৈশ্বানরঃ) সম্পূর্ণ করনে যোগ্য কামোমে প্রকাশমান (অগ্নিঃ) অগ্নি (জ্যোতিষা) প্রকাশ্‌সে (তমাংসি) অন্ধকার কো (অব্‌অতিরৎ) উল্লঙ্ঘন করতা হ্যায় ॥

সরলার্থ—হে মনুষ্য ! দিবা ও রাত্রি সরলগমনাদি গুণযুক্ত সরলভাবে সর্বদা গমন পূর্বক সংযুক্ত থাকে এবং ব্যাপ্তিশীল অর্থাৎ বেদিতব্য পদার্থ সমূহের সহিত ব্যাপ্ত থাকিয়া রাজার ন্যায় অর্থাৎ রাজা যেমন বিদ্যা বিনয় দ্বারা সমস্ত সদ্‌গুণ প্রকাশ করেন সেইরূপ বৈশ্বানর অগ্নি প্রকাশের দ্বারা অন্ধকারকে বিনষ্ট করিতেছে।

ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে দিবারাত্র উভয়ে সংযুক্ত থাকে এবং পর্য্যায়ক্রমে অন্ধকার বিনষ্ট করে অর্থাৎ ভুবনকে রঞ্জিত করে। অতএব অহোরাত্রাত্মক সময়ের পরিমাণ অহঃ বা অহন। মহামুনিবর যাস্কাচার্য্য নিরুক্তের পরিশিষ্টে অহন্‌ শব্দের নিম্নপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—

"তাবেতাবহোরাত্রাবজস্রং পরিবর্ত্তেতে।
স কালস্তদেতদহর্ভবতি ॥

পদ ঃ–তৌ। এতৌ। অহোরাত্রৌ। অজস্রং।
পরিবর্ত্তেতে। সঃ। কালঃ। তৎ। এতৎ।
অহঃ। ভবতি ॥
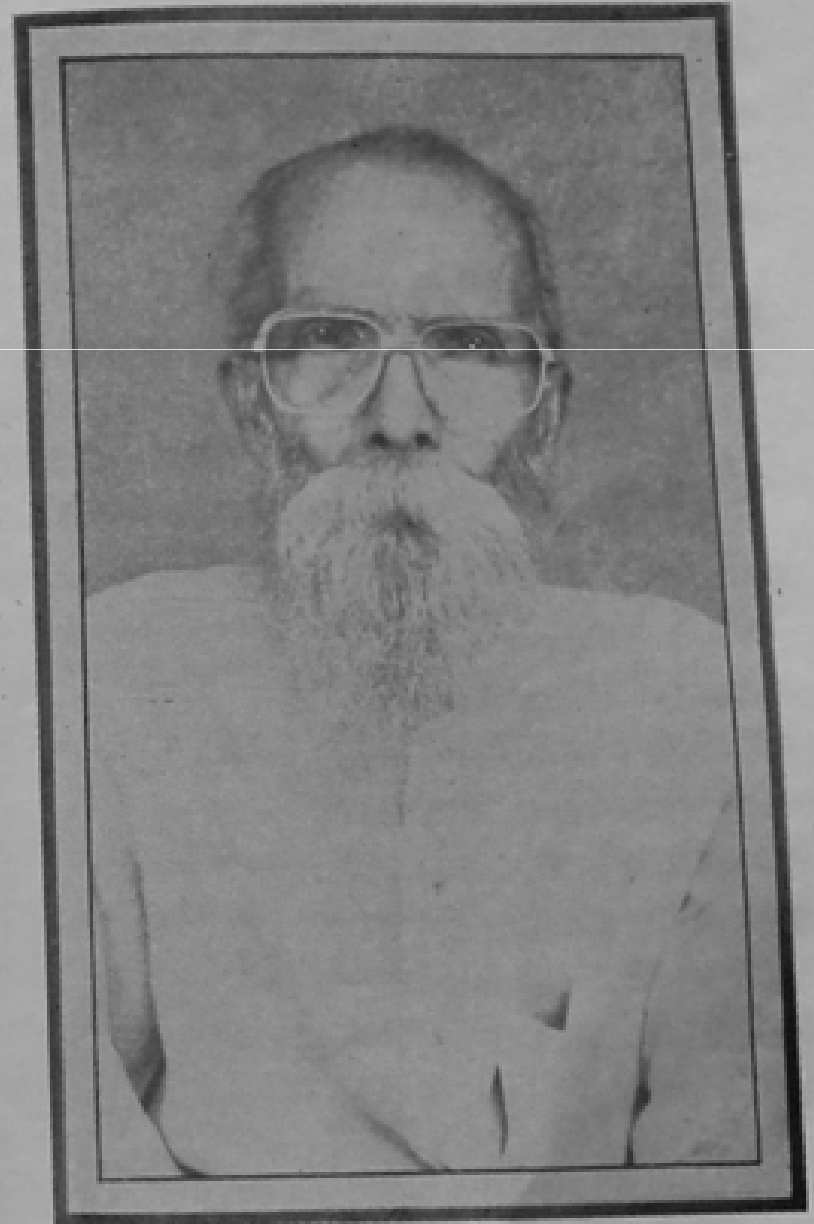
আচার্য্য স্বামী শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রী

সরলার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত দিবস ও রাত্রি (দিবস ও রাত্রি সম্বন্ধে পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে) পর্য্যায়ক্রমে একের পর অপরে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে বা পরিবর্ত্তিত হইতেছে অর্থাৎ বর্ত্তুলাকারে পর পর ঘূর্ণিত হইতেছে। উক্ত দিবস ও রাত্রি উভয়ের পরিবর্ত্তনের সময়ের যে পরিমাণ তাহাই অহঃ বা অহন্। উহাদের উভয়ের একবার পরিবর্ত্তনের সময়ের পরিমাণ ২৪ ঘণ্টাকাল উহাই পৃথিবীর আহ্নিক গতি। অতএব অহনের পরিমাণ একটী পূর্ণ দিন বা ২৪ ঘণ্টাকাল।

এক্ষণে অনুধাবন করিবার বিষয় এই যে যজুর্ব্বেদের ৩৯ অধ্যায়ের ষষ্ঠমন্ত্রের ভাষ্যেও মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী "অহন" শব্দের অর্থ "দিন"ই বলিয়াছেন। এখানে "অহন" শব্দের অর্থ স্তর বা অবস্থা কোন শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না বা উহা যুক্তি ও বিচারের দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে না। উহার অর্থ দিন এবং উপর্য্যুক্ত প্রমাণ অনুসারে উহার পরিমাণ ২৪ ঘণ্টাকাল। ইহাই সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত তাহাতে কোন সংশয় নাই। উহাকে ঘুরাইয়া অন্য অর্থ করিলে তাহা কদর্য হইবে এবং বিদ্বোচিত কার্য্য হইবে না। এখানে "অহন" শব্দের অর্থ দিন না হইয়া যদি স্তর, অবস্থা কিংবা অন্য কোন অর্থ হইত তাহা হইলে পরম বিদ্বান ঋষি দয়ানন্দ উহার অর্থ "দিন" না বলিয়া অন্য কিছু বলিতেন, এমন কোন অর্থ করিতেন না যে যেটীকে পুনরায় ভাষ্য করিতে হইবে কারণ প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণ যে পদের যেটী প্রসিদ্ধ অর্থ তাহাই করিয়া থাকেন, এমন কোন অর্থ তাঁহারা করেন না যাহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবেন। এরূপ কার্য্য কোন বিদ্বানেরই

কর্তব্য নহে। মহর্ষি দয়ানন্দ ইহা ভালভাবেই জানিতেন এবং
এখানে "অহন্" শব্দের দিনই প্রসিদ্ধ অর্থ বলিয়া তিনি অহন
শব্দে দিনই অর্থ করিয়াছেন, অন্য কোন অর্থ করেন নাই যে তাহার
পুনর্ভাষ্য করিয়া অন্য অর্থ করিতে হইবে এবং ইহা সমস্ত বেদজ্ঞ
বিদ্বানই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে মহর্ষি দয়ানন্দের
ন্যায় প্রসিদ্ধ বিদ্বান পুরুষ এখন আর কেহ নাই এবং জন্ম গ্রহণ
করেন নাই যে তিনি তাঁহার (দয়ানন্দের) বেদ ভাষ্যের পুনর্ভাষ্য
করিয়া অন্যরূপ অর্থ করিবেন। মহর্ষি দয়ানন্দের বেদ ভাষ্যই
প্রামান্য ইহা সমস্ত আর্য্যপুরুষই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার
বিপরীত কোন অর্থ করিলে তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ ও কদর্থ বুঝিতে
হইবে।

শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামীজী মহারাজ যে বলিয়াছেন মৃত্যুর পর
জীবাত্মার জন্মগ্রহণ করিতে যে সময় লাগে তাহা মুহূর্ত্ত অপেক্ষাও
অল্প। ইহা তাঁহার নিজের কল্পনা প্রসূত মতবাদ মাত্র—এবিষয়ে
তিনি কোন শাস্ত্র প্রমাণ দেন নাই। মৃত্যুর পর জীবের
জন্মগ্রহণ করিতে কত সময় লাগে এই সূক্ষ্ম প্রশ্নের মীমাংসা
বেদাদি শাস্ত্রে নিশ্চয়ই নির্দ্ধারিত থাকিবে নতুবা এই বিষয়ে
জ্ঞান বেদাদি শাস্ত্রেও অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে—কিন্তু বেদ সর্বজ্ঞ
পরমাত্মার অভ্রান্ত জ্ঞানভাণ্ডার তাহাতে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের
সিদ্ধান্ত আছে জানিতে হইবে। যজুর্বেদে তাহার উপর্যুক্ত বর্ণনা
দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে সেজন্য মা
শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা ইহা উপলব্ধি করা যায় না—ইহার উপলব্ধি
সাধনসাপেক্ষ ও শুদ্ধবুদ্ধি গ্রাহ্য সেইজন্য স্বতঃপ্রমাণ বেদই এ

বিষয়ে প্রামাণ্য। বেদের অনুকূল হইলে তবে উপনিষদাদি শাস্ত্র
প্রামাণ্য—নতুবা নহে কারণ উপনিষদাদি শাস্ত্র পরতঃ প্রমাণ।
যজুর্বেদে মৃত্যুর পর জীবের নূতন স্থূল শরীর ধারণ করিতে যে
সময় লাগে উক্ত বেদ মন্ত্র দ্বারা তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়
এবং মহর্ষি দয়ানন্দের উক্ত বেদ মন্ত্রের ভাষ্যে "জীবাত্মা মৃত্যুর
পর একাদশ দিবস পৃথিবাদি পদার্থে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দ্বাদশদিনে
সমগ্র দিব্য গুণে ভূষিত হইয়া থাকে ও ক্রমশান্তর গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ
করে" এই কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। "মৃত্যুর পর জীবের সঙ্গে
সঙ্গেই জন্ম হয়" ইহা মহর্ষি দয়ানন্দ যে বিশ্বাস করিতেন না তাহা
তাঁহার জীবনী "ঋষিন্দ্র জীবনেও" পাওয়া যায়। মহাত্মা শঙ্কর
নাথ পণ্ডিত মৎপ্রণীত, "ঋষিন্দ্র জীবনে" দেখাইয়াছেন যে স্বামীজী
(মহর্ষি দয়ানন্দ) যখন ডুমরাওতে ভাষণ দিতেছিলেন একদিন
ছোটেলাল নামক একজন প্রকৃত জিজ্ঞাসু স্বামীজীকে জিজ্ঞসা
করেন যে জীবের মৃত্যুর পর কিরূপ দশা হয় বেদে কি লিখিত
আছে? তাহাতে স্বামীজী বলেন যে জীবের কর্ম্মানুসারে গতি
হয় তবে সাধারণতঃ যেরূপ গতি হয় তাহা যজুর্বেদে লিখিত আছে
তাহা এইরূপ যে জীব দেহ পরিত্যাগ করিয়া বায়ুসহ কিছুকাল
আকাশে অবস্থান করে, পরে জলে যায়, তৎপশ্চাৎ ক্রমশঃ ওষধিতে,
অন্নে ও তৎপরে পুরুষে গমন করিয়া স্থিত হয় এবং তৎপরে যথা-
সময়ে গর্ভে গমন করে।" এস্থলে স্বামীজী মহারাজ জীবের
মৃত্যুর পর কিছুকাল বায়ুসহ আকাশে অবস্থানের পর জলে গমন,
তৎপরে ক্রমশঃ ওষধি, অন্ন প্রভৃতিতে গমন করিয়া তৎপরে পুরুষে
গমন ও তাহার পর গর্ভে স্থিত হইয়া যথা সময়ে জন্মগ্রহণ করে

বলিয়াছেন। এজন্য জীব মৃত্যুর পর বেশ অনেক সময় পরে তবে মাতৃগর্ভে গমন করিয়া জন্মধারণ করে একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন নতুবা ছোটেলালকে ঐরূপ না বলিয়া বলিতেন সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম হয়। এইসব কারণে তিনি যজুর্বেদের ৩৯ অধ্যায়ের উক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রের ভাবার্থে যে "কিছুকাল" বলিয়াছেন তাহা উক্ত মন্ত্রের পদার্থের অনুকুল দ্বাদশ দিনই বুঝিতে হইবে ইহাই যুক্তি ও প্রমাণ সিদ্ধ।

অনেক প্রসিদ্ধ বিদ্বানেরও এরূপ বিশ্বাস ও ধারণা যে "জীবাত্মা মৃত্যুর পর একাদশ দিবস সুষুপ্তি অবস্থায় পৃথিব্যাদি লোক লোকান্তর পরিভ্রমণ পূর্বক দ্বাদশ দিবসে সমগ্র দিব্যগুণ প্রাপ্ত হইয়া গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করে" এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গণ্য করিলে তদ্দ্বারা মৃতাশৌচ ও মৃতক শ্রাদ্ধের সহায়তা করা হইবে। অতএব উহা স্বীকার না করিয়া শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামীজী মহারাজের সিদ্ধান্তানুসারে "জীবের মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হয়" এই সিদ্ধান্ত প্রচার করা বা তাহাতে বিশ্বাস করাই সঙ্গত। তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস অমূলক ও ভ্রান্তিপূর্ণ। এই অমূলক সংশয় ও বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বেদমন্ত্রের কদর্থ করিয়া প্রকৃত সত্য বৈদিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচার করা বিজ্ঞোচিত কার্য্য নহে। তাহাতে সমাজ ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে না বরং ধর্মপিপাসু সজ্জনগণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হইবে। বেদাদি সত্য শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মৃতক শ্রাদ্ধের ভ্রমে পতিত হইবার কোন কারণ নাই। বেদ বলিতেছেন যে জীবাত্মা মৃত্যুর পর হইতে পুনর্জন্মগ্রহণের পূর্বপর্য্যন্ত সূক্ষ্ম শরীরে সুষুপ্ত অবস্থায়

অবস্থান করে তখন তাহার কোন প্রকার ভোগ বা অনুভূতি থাকে না। সে কারণ ঐ সময় পরলোকগত আত্মার ভোগের জন্য মৃতক শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ভ্রান্তি পূর্ণ এবং যুক্তি ও বিচার বিরুদ্ধ—। যেমন বেদে জড় মূর্ত্তি পূজার নিষেধ পাওয়া গেলেও বেদে শিব, শক্তি, গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, নারায়ণ বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বরের নামের উল্লেখ আছে। যেমন "(শিবু) কল্যাণে ধাতু হইতে শিব শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ যিনি কল্যাণস্বরূপ ও কল্যাণ কর্ত্তা সেই পরমেশ্বরের নাম শিব। (শক্লৃ শক্তৌ)। এই ধাতু হইতে শক্তি সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যিনি সকল জগৎ রচনায় সমর্থ সেই পরমেশ্বরের নাম শক্তি। (গণ সংখ্যানে) এই ধাতু হইতে গণ শব্দ সিদ্ধ হয় তদুত্তর "ঈশ" শব্দের যোগে গণেশ শব্দ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যিনি প্রকৃত্যাদি জড় এবং জীবাখ্যাপদার্থ সমূহের পালনকর্ত্তা সেই ঈশ্বরের নাম গণেশ। (সৃগতৌ) এই ধাতু "সরস্" ও তদুত্তর "মতুপ" ও (ঙীপ্) প্রত্যয় যোগে সরস্বতী শব্দ সিদ্ধ হয়, সরো বিবিধং জ্ঞানং বিদ্যতে যস্যাং চিতৌ সা সরস্বতী যাঁহার মধ্যে বিবিধ বিজ্ঞান অর্থাৎ শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ ও প্রয়োগের যথাবৎ জ্ঞান আছে সেই পরমেশ্বরের নাম সরস্বতী, (লক্ষ দর্শনাঙ্কনয়োঃ) এই ধাতু হইতে লক্ষ্মী শব্দ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যিনি চরাচর জগৎকে দেখেন চিহ্নিত বা দর্শনযোগ্য করেন ও সকলকে দেখেন যিনি সকল শোভার শোভা এবং যিনি বেদাদি শাস্ত্র বা ধার্মিক বিদ্বান যোগীদিগের লক্ষ্য বা দর্শনযোগ্য সেই পরমেশ্বরের নাম লক্ষ্মী। জল বা জীবগণের নাম "নারা" এই সব অয়ন অর্থাৎ নিবাসস্থান যাঁহার সেই সর্বজীবে ব্যাপক পরমাত্মার নাম "নারায়ণ"। (বিষলৃব্যাপ্তৌ) এই ধাতুর

সহিত "নু" প্রত্যয় যোগে "বিষ্ণু" শব্দ সিদ্ধ হয়, চর এবং অচররূপ জগতে ব্যাপক বলিয়া পরমেশ্বরের নাম "বিষ্ণু" হইয়াছে। (মহর্ষি দয়ানন্দকৃত সত্যার্থ প্রকাশ, ১ম সমুল্লাস)"

এক্ষণে বেদে শিব, শক্তি, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি পরমাত্মার নাম আছে দেখিয়া বেদবিদ্যাপরান্মুখ ধর্মব্যবসায়ী জড় মূর্তি পূজার প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যেরূপ তাহাদের কদর্থ করিয়া স্বকপোলকল্পিত শিব প্রভৃতির জড়মূর্ত্তি নির্মাণ করতঃ মন্দিরে স্থাপন করিয়া জড় পাষাণাদি মূর্ত্তি পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সেইরূপ উপর্যুক্ত যজুর্বেদের মন্ত্রে মৃত্যুর পর জীবের একাদশ দিন পৃথিব্যাদি পদার্থে ভ্রমণের পর দ্বাদশ দিনে গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণের কথা দেখিয়া পূরক পিণ্ডের প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণগণ গরুড় পুরাণে পূরক পিণ্ডে শরীর গঠনের কথা প্রচার করিয়া মৃতকের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের ব্যবস্থার ও জড় মূর্ত্তিপূজার প্রচারের দ্বারা ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছেন। মৃতকের শ্রাদ্ধ তাঁহারা কোথা হইতে পাইলেন তাহার মর্ম এই যে শাস্ত্রে দুই প্রকার কর্ম দেখিতে পাওয়া যায় নিত্য কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম। নৈমিত্তিক কর্ম অর্থাৎ ষোড়শবিধ সংস্কার—আধুনিক পৌরাণিক পণ্ডিতগণ ১৬ সংস্কারের ৬টী বাদ দিয়া ১০টী সংস্কার চালাইয়াছেন—ষোড়শ সংস্কার যথা—গর্ভাধান, পুংসবন, সিমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, সমাবর্ত্তন, বিবাহ বা গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও অন্ত্যেষ্টি। এই সংস্কারগুলির মধ্যে "শ্রাদ্ধ" বলিয়া কোন সংস্কার নাই। নৈমিত্তিক কর্মের অর্থ যাহা নিমিত্ত বশতঃ বা কোন কারণ বশতঃ অর্থাৎ প্রয়োজনমত

করিতে হইবে বা করা কর্ত্তব্য তাহাদের মধ্যে "শ্রাদ্ধ" নাই। নিত্যকর্ম অর্থাৎ যাহা প্রত্যহ কর্ত্তব্য—উহাই পঞ্চ মহাযজ্ঞ যাহা প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতিদিন করণীয়—যথা—ব্রহ্ম যজ্ঞ, দেব যজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, অতিথি যজ্ঞ ও বলিবৈশ্বদেব যজ্ঞ। প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচ সাধনের পর সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মার ধ্যান ও সন্ধ্যা উপাসনা এবং প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের পূর্বে ঐরূপ করা এবং প্রত্যহ স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং সৎসঙ্গের দ্বারা নিজের বুদ্ধি, মন ও চিত্তের মালিন্য নাশ করিয়া পবিত্র জ্ঞান বিদ্যা ও সংস্কার দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিতে হইবে। ইহাই সংক্ষেপত ব্রহ্মযজ্ঞ, (২) দেবযজ্ঞ—অর্থাৎ পরমাত্মার সৃষ্ট জলবায়ু প্রভৃতি দিব্য পদার্থ যাহা আমাদের তথা সমগ্র প্রাণীর জীবন ধারনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় ও আমরা প্রত্যহ দৈনন্দিন কার্য্যের দ্বারা যেগুলি সর্বদা অশুদ্ধ করিতেছি তাহাদের শুদ্ধির জন্য প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঘৃতাদি পুষ্টিকারক পদার্থ, গুড় শর্করাদি মিষ্ট পদার্থ, ধুনা, গুগগুল ও চন্দনকাষ্ঠ কস্তুরী কেশরাদি সুগন্ধ পদার্থ ও গুলঞ্চ, কালমেঘ, চিরেতা ও অন্যান্য রোগনাশক পদার্থ—এই চারি প্রকার পদার্থের দ্বারা দেবযজ্ঞ অর্থাৎ অগ্নিহোত্র বা হোম করিতে হইবে—ইহাই দেবযজ্ঞ বা দেব পূজা। আর প্রত্যহ জীবিত পিতা, মাতা, আচার্য্য অর্থাৎ গুরু স্থানীয় পূজ্য ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধ অর্থাৎ শ্রদ্ধা সহকারে সেবা, শুশ্রূষা আহার্য্য ও পানীয়দানে তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন ও সম্মান করা মনুষ্য মাত্রেরই পরম কর্ত্তব্য—ইহাই হইল পিতৃযজ্ঞ। অতিথি অর্থাৎ যাঁহারা বেদজ্ঞ বিদ্বান, সন্ন্যাসী, যোগী ও বেদ বিদ্যার প্রচারক, যাঁহাদের আসিবার কোন

নির্দিষ্ট তিথি বা দিন নাই, যাঁহারা আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে সত্য বিদ্যার শিক্ষা দেন তাঁহারাই প্রকৃত অতিথি—তাঁহাদের শ্রদ্ধা সহকারে সৎকার ও আহার্য্যদানে তৃপ্তি সাধন করা প্রত্যেক গৃহস্থের পরম কর্ত্তব্য ইহার নাম অতিথি যজ্ঞ এবং 'বলি-বৈশ্যদেব যজ্ঞ অর্থাৎ গৃহস্থের কর্ত্তব্য নিজেদের আহার্য্য হইতে গৃহপালিত পশু, পক্ষী, অন্ধ, খঞ্জ ও রোগগ্রস্ত প্রভৃতি দুর্বল ও অসহায় ভিক্ষুকগণকে যথাসাধ্য আহার দানে তৃপ্ত করা—ইহাই হইল বলিবৈশ্যদেব যজ্ঞ। এই নিত্যকর্ম সমূহের মধ্যে যখন শ্রাদ্ধ ও তর্পণের কথা রহিয়াছে তখন জীবিত পিতা, মাতা, পিতামহ, মাতামহ ও পূজনীয় ব্যক্তির শ্রাদ্ধ বুঝাইতেছে। মৃতকের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা যদি ঋষিদের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে ষোড়শ সংস্কার বা নৈমিত্তিক কর্মের মধ্যে "শ্রাদ্ধ ও তর্পণ" থাকিত কিন্তু তাহা নাই। মৃত্যুর পর জীবের সূক্ষ্ম শরীরে সুষুপ্ত অবস্থায় কোন ভোগের প্রয়োজন হয় না। মৃতক শ্রাদ্ধের নামে সেই পরলোকগত আত্মার জন্য যে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করা হয় ও তাহার নামে যে সমস্ত পদার্থ দান করা হয় তদ্দ্বারা সেই সুপ্ত আত্মার তৃপ্তিরূপ শ্রাদ্ধ ও তর্পণের পরিবর্ত্তে গুরু পুরোহিত, প্রতিবেশী কুটুম্ব ও ব্রাহ্মণগণেরই শ্রাদ্ধ ও তর্পণ সাধিত হইয়া থাকে। এইভাবে পৌরাণিক পণ্ডিতগণ পিতৃযজ্ঞের মধ্যে জীবিত পিতামাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ দেখিয়া তাহার কদর্থ করিয়া জীবিত পিতামাতার স্থলে মৃত পিতামাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তন করিয়া এবং বেদের নামে ও আর্ষ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এবং ধর্মের নামে সামাজিক নিয়মের দোহাই দিয়া শ্রাদ্ধাদি অনেক প্রকার ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছেন। বৈদিক গুরুকুল

স্থাপনের দ্বারা ও বৈদিক ধর্মের প্রচার দ্বারা, বর্ণাশ্রমধর্ম, বৈদিক ষোড়শ সংস্কার ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রভৃতি নিত্যকর্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া এই সমস্ত কুপ্রথার বিলোপ সাধন করিয়া মনুষ্যকে প্রকৃত সত্যবিদ্যায় বিদ্বান করিতে হইবে। মৃতকের শ্রাদ্ধ ও অশৌচ প্রভৃতি সমাজ ও ধর্ম বিধ্বংসী প্রথার বিলোপ সাধন করিতে হইবে। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বেদ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করিয়া প্রকৃত বৈদিক সিদ্ধান্তকে বিকৃত করা কোন বিদ্বানেরই কর্ত্তব্য নহে।

ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে আচার্য্য শঙ্কর অসামান্য প্রতিভা-সম্পন্ন ও তদানীন্তন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও নাস্তিক বৌদ্ধমতের খণ্ডনার্থ উত্তেজিত হইয়া এবং উপনিষদের অখণ্ড ব্রহ্মবাদের মধ্যে নাস্তিক বৌদ্ধমতের অব্যর্থ খণ্ডন রহিয়াছে দেখিয়া তাহারই জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে বেদের ত্রিত্ববাদকে উপেক্ষা করিয়া উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মবাদকে প্রকৃত সত্য বৈদিক সিদ্ধান্ত মনে করিয়া স্বকল্পিত অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের পোষকতায় শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিয়া তৎকালে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। যদ্যপি শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ প্রকৃত বৈদিক সিদ্ধান্ত নহে ইহা সমস্ত বেদজ্ঞ বিদ্বানই স্বীকার করিয়া থাকেন তথাপি সে সময় শঙ্করাচার্য্যের অসামান্য প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা, বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বে মোহিত হইয়া তদানীন্তন সমগ্র বিদ্বানই তাঁহার মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদকে প্রকৃত বৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া এবং তাঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যাকে প্রকৃত বৈদিক ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া-ছিলেন এবং শঙ্করাচার্য্যের পর হইতে মহর্ষি দয়ানন্দের আবির্ভাবের

পূর্ব পর্যান্ত যে সমস্ত ধর্ম সংস্কারক ও শাস্ত্র ভাষ্যকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই সত্যাসত্য বিচার না করিয়া তাঁহার প্রচারিত অবৈদিক মায়াবাদকে অবলম্বন করিয়া ও তাহাকে প্রকৃত বৈদিক সিদ্ধান্ত মনে করিয়া তদনুসারে প্রচার করিয়া আসিতেছেন সেইরূপ মহাত্মা নারায়ণ স্বামীজী মহারাজের অসামান্য প্রতিভা ও মেধাশক্তি, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশের জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া বহু বেদজ্ঞ পণ্ডিতও সত্যাসত্য বিচার না করিয়া মহর্ষি দয়ানন্দের প্রকৃত বৈদিক সিদ্ধান্তানুকুল বেদ-ভাষ্যকে উপেক্ষা করিয়া মহাত্মা নারায়ণ স্বামীজীর ব্যাখ্যাকেই সমর্থন করিয়া থাকেন। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। কিন্তু মহর্ষি দয়ানন্দের বেদ ভাষ্যই প্রকৃত সত্য সিদ্ধান্তের অনুকুল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব জীবাত্মা মৃত্যুর পর সুষুপ্ত অবস্থায় সূক্ষ্ম শরীররূপ রথে আরোহণ করিয়া বায়ুর সহিত অন্তরীক্ষে অবস্থান করে ও পৃথিব্যাদি নানা পদার্থে একাদশ দিবস পরিভ্রমণ করিয়া স্ব স্ব কর্মানুকুল যেরূপ জন্ম হইবে তাহার উপযোগী দিব্য তেজ ও গুণ সমূহ আহরণ করিয়া ঈশ্বরের প্রেরণায় অন্ন, জল, ওষধি প্রভৃতির সাহায্যে ছিদ্রপথে অপরের শরীরে প্রবেশ পূর্বক দ্বাদশ দিনে মাতৃ গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ পূর্বক স্থূল শরীর ধারণ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে ইহা নির্বিবাদ সত্য।

নমঃ পরমঋষিভ্যোঃ নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

ওম্

হিতবাণী

১। জন্মই দুঃখের কারণ আশাই দুঃখের মূল।
২। সকলের মঙ্গল কামনাই নিজের মঙ্গলের কারণ।
৩। হিংসার নিবৃত্তিমূলক কর্মই অহিংসা।
৪। কামনার নিবৃত্তিমূলক কর্মই নিষ্কাম কর্ম।
বেদানুকুল কর্ম আত্মার কল্যাণকর বলিয়া উহাও নিষ্কাম কর্ম।
৫। নিজের আচরণ কদাপি দূষিত করিবে না।
৬। নিজের আচরণ দূষিত করাই মনোকষ্টের কারণ।
৭। মিথ্যাই সমস্ত অনর্থের মূল।
৮। আচারই পরম ধর্ম।
৯। জ্ঞানবিচারই বিশ্বাসের মূল।
১০। অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ ভক্তি ধর্মের পরম শত্রু।
১১। ধর্ম তর্ক ও বিচারের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়।
১২। তর্ক শান্ত হইলে ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস হয়।
১৩। ব্রহ্মচর্য্য ইন্দ্রিয় সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত।
১৪। চিৎস্বরূপ নির্গুণ জীবাত্মার অবিদ্যাস্বরূপ অনাদি।
১৫। ইন্দ্রিয় দোষ ও সংস্কার জনিত অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের আশ্রয়ই জীবের বন্ধনের কারণ।
১৬। পুরুষার্থের সহিত ঈশ্বরীয় বেদজ্ঞানের আশ্রয়ই মুক্তির কারণ।